Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Jaistha 10, 1433 Bangla, May 24, 2026, Sunday, No. 141, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has announced that maximum punishment for Ramisa's killer will be ensured within one month. (Jago FM: 14)

Tarique Rahman has alleged that those currently attempting to create anarchy in country are secretly maintaining contact with individuals who were removed on 5th August. (R. Today: 20)

Bangladesh Bank has announced 60,000 crore tk stimulus package to revive private sector. (Jago News: 17)

Home Minister has stressed on permanent solution to Rohingya crisis and further strengthening cooperation with UN peacekeeping missions. (Jago News: 19)

Strict measures have been implemented by Bangladesh government to prevent illegal entry of livestock by strengthening surveillance along border. (Jago News: 16)

Thirteen more children have died from measles and measles-like symptoms across country. (Jago News: 17)

Government has requested WHO to conduct an independent investigation into measles situation in Bangladesh. (BBC: 07)

Ain o Salish Kendra reports that at least 118 children are victims of rape in Bangladesh over four-and-a-half-month duration this year. (R. Today: 22)

At least 90 people have been killed following a gas explosion at a coal mine in northern China. (BBC: 07)

India has announced the launch of 'Smart Border' project along its border with Bangladesh and Pakistan. (R. Today: 24)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
জ্যৈষ্ঠ ১০, বাংলা ১৪৩৩, মে ২৪, ২০২৬, রবিবার, নং- ১৪১, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, এক মাসের মধ্যে রামিসা হত্যাকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।
(জাগো নিউজ: ১৪)

তারেক রহমান বলেছেন, এখন যারা অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তারা ৫ই আগস্টের বিতাড়িতদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখছে। (রে. টুডে: ২০)

বন্ধ শিল্পকারখানা পুনরায় চালুসহ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে ৬০ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন ও সহায়তা তহবিল ঘোষণা বাংলাদেশ ব্যাংকের। (জাগো নিউজ: ১৭)

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সহযোগিতা আরও জোরদারের আহ্বান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর।
(জাগো নিউজ: ১৯)

সীমান্তে নজরদারি জোরদারের মাধ্যমে অবৈধভাবে গবাদিপশু প্রবেশ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।
(জাগো নিউজ: ১৬)

দেশে হাম ও হাম রোগের উপসর্গ নিয়ে আরও ১৩ শিশুর মৃত্যু। (জাগো নিউজ: ১৭)

বাংলাদেশের হাম পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ'কে স্বাধীন তদন্তের অনুরোধ সরকারের। (বিবিসি: ০৭)

গত সাড়ে চার মাসে সারা দেশে অন্তত ১১৮ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র।
(রে. টুডে: ২২)

চীনের উত্তরাঞ্চলে একটি কয়লা খনিতে গ্যাস বিস্ফোরণে অন্তত ৯০ জন নিহত। (বিবিসি: ০৭)

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সীমান্তে 'স্মার্ট বর্ডার' প্রকল্প চালুর ঘোষণা ভারতের। (রে. টুডে: ২৪)

বিবিসি

সড়কে এআই ক্যামেরা; গাড়ির কোন অপরাধে কীভাবে মামলা হচ্ছে?

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রাস্তায় শত শত ক্যামেরা এবং এআই প্রযুক্তি বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মে মাসে পাইলট প্রকল্প শুরুর পর এরই মধ্যে দুই হাজারের বেশি ক্যামেরায় ধারণ করে এআই প্রযুক্তিতে মামলা দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপের কার্যকারিতা এবং চূড়ান্ত সফলতা নিয়ে চালক, ট্রাফিক পুলিশ এবং পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এবং মতভিন্নতাও রয়েছে। এ পদক্ষেপ নিয়ে ট্রাফিক বিভাগ আশাবাদী হলেও, সড়কে শৃঙ্খলা আনা এবং যানজট সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হবে কিনা, সে ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেন গাড়ি চালক এবং বিশেষজ্ঞ মহল। চালকেরা বলছেন, সড়কে বহুমুখী সংকট। কিন্তু লাইসেন্সধারী এবং নিবন্ধিত যানবাহন কঠোর আইন ও নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে পড়ছে। তাদের কথায়, অনিবন্ধিতরা থেকে যাচ্ছে অনেকটা ধরাছোঁয়ার বাইরে, অথচ সড়কে সমস্যার অন্যতম বড়ো কারণ লাইসেন্সবিহীন চালক আর অনিবন্ধিত যানবাহন। বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, নিবন্ধনহীন যানবাহন আর অনিয়ন্ত্রিত পরিবহণ সেক্টরকে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে রাজধানী ঢাকার সড়কে শৃঙ্খলা আনা সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে ঢাকাসহ সারা দেশে যেভাবে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক এবং অটোরিকশা সয়লাব হয়ে গেছে, তাতে করে সমস্যা ক্রমাগত জটিল হচ্ছে।

ক্যামেরায় মামলা কীভাবে

বর্তমানে রাজধানী ঢাকার প্রধান সড়কের দশটি পয়েন্টে এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বা উড়াল সড়কে ক্যামেরা ব্যবহার করে ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হচ্ছে। এক্সপ্রেসওয়েতে ক্যামেরা দিয়ে ওভার স্পিড শনাক্ত করে মামলা আরো আগে শুরু হলেও, ঢাকার এআই প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়া শুরু হয়েছে চলতি মে মাসের প্রথম সপ্তাহে। বাংলাদেশে মূলত ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ হয় এবং মামলা দেওয়া হয়। হাতে লেখা স্লিপ দিয়ে মামলা শুরু হয়েছিল আশির দশকে, এরপর পজ মেশিন ব্যবহার শুরু হয়। দুটি ক্ষেত্রেই ট্রাফিক পুলিশকে সরাসরি উপস্থিত থেকে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে মামলা দিতে হতো। এখন এআই বেইজড ই-প্রসিকিউশন সিস্টেম চালু হয়েছে। এক্সপ্রেসওয়েতে নির্ধারিত গতিসীমা (৮০ কি. মি. প্রতি ঘণ্টা) লঙ্ঘন করলে ক্যামেরায় ছবি তুলে সেই গাড়ির নিবন্ধিত ঠিকানায় মামলার নোটিশ পৌঁছে যাচ্ছে। নিবন্ধিত মোবাইলেও পাঠানো হচ্ছে এসএমএস। ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, শাহবাগ থেকে জাহাঙ্গীর গেইট পর্যন্ত এ সড়কে এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপরাধ শনাক্তের পর মামলা দেওয়া হচ্ছে। আপাতত পাঁচ ধরনের অপরাধ শনাক্ত করতে পরীক্ষামূলকভাবে এআই সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। গাড়ি শনাক্তের জন্য ১০৫টি ক্যামেরা ব্যবহার হচ্ছে। এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়বে বলে জানাচ্ছে ট্রাফিক বিভাগ। ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার আনিসুর রহমান জানান, এআই কোন কোন অপরাধ শনাক্ত করবে, সফটওয়্যারে সেগুলোর একটা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতেই অপরাধ শনাক্ত করে মামলা দেওয়া হয়। "আমরা রেড সিগন্যাল ভায়োলেশন একটা, তারপর জেব্রা ক্রসিং অতিক্রম করা। অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আমরা যেটা দেখি, সেটা হলো উল্টো পথে গাড়ি আসা। স্টপেজ ছাড়া গাড়ি থামানো বা অন্য যানবাহনের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে, যদি আপনি বাম লেনটা ব্লক করে দেন। মূলত এই পাঁচ ধরনের জিনিসগুলো দেখছি।"

এছাড়া, এআই ব্যবহার করে আরো কিছু ফিচার অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলেও জানাচ্ছে ডিএমপি। এর মধ্যে গাড়ি চালানোর সময় মোবাইলে কথা বলা, সিট বেল্ট বাধার মতো বিষয় রয়েছে। ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার আনিসুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, এখন পাইলট প্রকল্পে মে মাসের ৭ তারিখ থেকে কার্যক্রম চলছে। উন্নত দেশে সরাসরি মামলা হয়ে যায়, এখানে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয় মামলা হবে। মি. রহমান বলেন, "আমরা যেটা করছি। আমরা ফুটেজটা কালেক্ট করছি। সেটাকে আমরা আবার ম্যানুয়ালি বিশ্লেষণ করি। বিশ্লেষণের প্রধান কারণ হচ্ছে, আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখি, আমাদের বাস্তব কিছু সমস্যা আছে। একটা হচ্ছে, আমাদের নাম্বার প্লেটগুলো সঠিক অবস্থায় নাই। কিছু কিছু ভাঙা। কিছু অস্পষ্ট। "সরাসরি ভায়োলেশন থেকে মুঠোফোনে মেসেজ বা নোটিশ পাঠিয়ে দিলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যেতে পারে বা সুষ্ঠু বিচার নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই কাজটা আমাকে ক্যামেরা করে দিচ্ছে, তারপরেও আমরা ম্যানুয়ালি এটা চেক করছি, যাতে আমাদের কোনো এরর না থাকে। তারপরে প্রসেস করে মামলা দিচ্ছি," বলেন ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের প্রধান আনিসুর রহমান। মি. রহমান উল্লেখ করেন, যে মামলাগুলো নিশ্চিত করা হচ্ছে, সেই গাড়ির নিবন্ধিত সেলফোনে বার্তা পাঠানো হচ্ছে এবং একটি অভিযোগের নোটিশ তার ঠিকানায় পাঠানো হচ্ছে। "ম্যাসেজ যাচ্ছে যে, আপনার গাড়িটা এইরকম জায়গায়, এই তারিখে এরকম একটা ভায়োলেশন করেছে এবং ভায়োলেশনের ধরনটা কী। আর সশরীরে আমাদের দপ্তরে হাজির হওয়ার জন্য একটা চিঠি পাঠাচ্ছি। এখানে আসতে হবে এবং মামলাটা নিষ্পত্তি করতে পনেরো দিনের সময় দেওয়া হচ্ছে। "২৫ সেকেন্ডের একটা ভিডিও জমা প্রমাণ হিসেবে রাখা হচ্ছে। সশরীরে এসে দায় নিয়ে নিলে জরিমানা দিয়ে মামলা নিষ্পত্তি হবে অথবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপিল করার সুযোগ আছে," বলেন ট্রাফিক বিভাগের প্রধান।

ক্যামেরায় গতি শনাক্ত করে মামলা দেয়া হচ্ছে এক্সপ্রেসওয়েতে

ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ জানাচ্ছে, নোটিশ পেলে মালিক অথবা চালক যে কাউকে সশরীরে হাজির হয়ে দায়মুক্ত হতে হবে। ঢাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে সাত-আট মাস আগে থেকে ক্যামেরা ব্যবহার করে ওভার স্পিড শনাক্ত করা শুরু হয়েছে। আনিসুর রহমানের দাবি, এরই মধ্যে এ পদক্ষেপের সুফল দেখতে পাচ্ছেন তারা। ডিএমপির তথ্য অনুযায়ী, শুরুর দিকে প্রতিদিন আড়াইশ থেকে তিনশ গাড়ি ওভারস্পিড করতো। ক্যামেরার ফুটেজ থেকে মামলা দেওয়া শুরুর পর ধারাবাহিকভাবে এটি কমে এসেছে। আনিসুর রহমান বলেন, ফুটেজ দিয়ে আমরা মামলা করছি। "এখনো ভায়োলেশন হয়। সেই আড়াইশ থেকে তিনশ জাস্ট পঁচিশ থেকে ত্রিশে নেমেছে। আমি গত দু-তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ভায়োলেশন পেয়েছি ৪১টি। এখন এটা মোটামুটি কন্ট্রোলে আছে।" সড়কে আইন অমান্য করলে অপরাধের ধরন অনুযায়ী, ড্রাইভিং লাইসেন্সের পয়েন্ট কাটার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত এক হাজারের বেশি চালকের লাইসেন্সের পয়েন্ট কাটা হয়েছে বলেও জানায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ।

চালক ও বিশেষজ্ঞ কী বলেন

ঢাকার রাস্তায় পরীক্ষামূলক ক্যামেরায় মামলা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে বিজয় সরণি, কারওয়ান বাজার ও বাংলামোটর এলাকায় ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে গাড়ি চলতে দেখা যাচ্ছে। চালকরা আগের তুলনায় সাবধান হয়েছেন বলেও দৃশ্যমান হয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায়, সিগন্যাল অনুযায়ী গাড়ি থামছে আবার সবুজ বাতিতে গাড়ি চলছে। যোগাযোগ ও পরিবহণ বিশেষজ্ঞ ড. এম শামসুল হক বিবিসি বাংলাকে বলেন, এটা ভালো উদ্যোগ কিন্তু তাদের সাথে যে অবৈধ গাড়ি চলছে, এদের নিয়ন্ত্রণ করাটাই হলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। "বড়ো কাজ হলো, যে বিশৃঙ্খল অবৈধ গাড়িগুলি সড়কে চলছে, সুশৃঙ্খল করার জন্য তাদেরকে আগে সড়ক থেকে সরাতে হবে। পরিবেশটাকে উন্নত করতে হবে। প্রত্যেকটা গাড়ি যদি ডিজিটালি চলে, তাহলে তখন আর ম্যানুয়ালি শ্রম দেওয়ার দরকার নাই। তখন এআই ডেটার থেকে খুব দক্ষতার সাথে কিন্তু এই এনফোর্সমেন্টটা করতে পারে," বলেন তিনি। মি. হক বলছেন, আমাদের এই সমস্যাটা এত জটিল, সেটাকে সমাধান করতে এআই দিয়ে সর্বোচ্চ সমাধানে চলে গিয়েছি। তার কথায়, ঢাকার রাস্তায় অনিবন্ধিত গাড়ি, ফেইক লাইসেন্স, এক প্লেটে দশটা যদি সিএনজি চলে, ফেইক ড্রাইভার, লেগুনা চালাচ্ছে অনেকের লাইসেন্স নাই। এই মাত্রার বিশৃঙ্খলাকে সুশৃঙ্খল করার জন্য ভিআইপি করিডোরে এক্সপেরিমেন্ট করে কতটা সাফল্য আসবে তা নিয়ে সন্দিহান তিনি। "আমার সাপোর্ট থাকবে, তারা যদি নিবিড়ভাবে ভালো কিছু করতে পারে, অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। এ আই যদি চালু করতে হয়, তাহলে সবখানে ভিআইপি করিডোরের মতো সড়ক ব্যবস্থাপনা দরকার। যেখানে দখল নেই। অটোরিক্সা চলতে পারে না। নিবন্ধিত গাড়ি বেশি চলে।"

শামসুল হক বলেন, ভাল ভাল রাস্তায় পরীক্ষা করে কিছু উন্নতি দেখালাম। কিন্তু এই করিডোরের বাইরে কত বিস্তৃত ঢাকা। বিজ্ঞান বলে জটিল জিনিসটাকে যদি সমাধান করতে পারো, তাহলে সহজ জায়গায় অবশ্যই সফল হবে। সেই অর্থে এটা বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। "কিন্তু আপনি যদি গুলিস্তান যান, মিরপুর যান। ঢাকার আশেপাশে এই দাওয়াইয়ের জন্য উপযুক্ত নয়। আমি উল্টোভাবে বলবো, গুলিস্তান যদি এআই দিয়ে সফল হয়, তাহলে ভিআইপি রোডে আসেন। কারণ এটা সমস্যা সমাধান করার জটিলতা অনেক কম। "পুরো ঢাকাকে যারা প্রতিনিধিত্ব করে, সেই অংশের এআই দিয়ে কিছু হয় কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারপরে বিনিয়োগ করা উচিত, না হলে পুলিশ এবং সরকারও ভাবমূর্তি সংকটে পড়বে" বলে মন্তব্য করেন শামসুল হক। গাড়ির চালকেরা বলছেন, ক্যামেরায় মামলা দেওয়ার পর থেকে অনেকেই সিগন্যাল মানছে। তারা আইন মানতে চান কিন্তু শুধু নিবন্ধিত গাড়ি বা লাইসেন্সধারীদের আইনের আওতায় আনলেই সমস্যার সমাধান হবে না। তাদের মতে, স্থায়ী সমাধানের জন্য সড়কে দখলমুক্ত করা অনিবন্ধিত গাড়ি, ইজিবাইক মুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা সৃষ্টি করছে তিনচাকার ব্যাটারিচালিত রিকশা, ইজিবাইক। গাড়ির চালকরা বলছেন, এই ইজিবাইক নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ঢাকা সড়ক অচল হয়ে যেতে পারে। পঁচিশ বছর ধরে গাড়ি চালান এমন একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার বলেন, অটোরিকশা হলো সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। "রাস্তায় এরা কোনো আইন মানে না, এদের লাইসেন্স নেই। কোনো নিয়মের ধার ধারে না। সরকারের উচিত, এই অটোরিকশা জরুরি ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নেওয়া।"

পঁচিশ বছর ধরে গাড়ি চালানোর সঙ্গে যুক্ত জুয়েল নামে আরেকজন চালক বলেন, "বাসের প্রতিযোগিতার কারণেও ঢাকায় যানজট সমস্যা হয়। এরা ইচ্ছামতো ত্যাড়া করে গাড়ির রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। যাত্রী নেওয়ার জন্য পারাপারি করে। নিবন্ধিত গাড়ি সরকারকে ট্যাক্স দেয়, ভ্যাট দেয়। আমরা লাইসেন্স করি সরকাররে ট্যাক্স দেই, ভ্যাট দেই, অথচ আমাদের জন্য আইন কানুনের শেষ নাই। করছে ভালো কথা, সবার জন্য করুক। ফুটপাতের জন্যতো রাস্তায় গাড়ি চালানো যায় না। সমস্যা অনেক সমস্যা।" ঢাকার প্রধান সড়ক এমনকি শাখা সড়কে সবখানেই ইজিবাইক বা ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল করতে দেখা যায়। রাজধানী ঢাকার একটি অন্যতম প্রবেশ পথ গুলিস্তান। গুলিস্তান এলাকার সড়কে চলে সবরকম গাড়ি। নিবন্ধিত-অনিবন্ধিত, ঠেলা থেকে শুরু করে ট্রাক লরি। এছাড়া এই সড়কে, দখল, অবৈধ পার্কিং দেখা যায়। মোড়ের মধ্যে যানবাহনের অবস্থান, উল্টোপথে চলা- সব সমস্যা আছে। সড়কের এ ধরনের পরিস্থিতিতে একাধিক ট্রাফিক পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে দেখা যায়। গুলিস্তান মোড়ে দায়িত্বরত ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা বলেন, সড়কে হকার এবং রাস্তায় অটোরিকশা সবচেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টি করে। এদের নিয়ন্ত্রণ করা

কঠিন। এরা উল্টোপথে চলে, গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, অনেক সময় দুর্ঘটনায় পড়ে। ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক মো. শওকত হোসেন বলেন, বিভিন্নভাবে এই রিকশাগুলোকে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা হচ্ছে। "উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নিয়মিত ডাম্পিং করা হয়, কখনও ব্যাটারির তার কেটে সাময়িক শাস্তি দেওয়া হয়, সাময়িক আটক রেখে শাস্তি দেওয়া হয়। এগুলো করে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়। কিন্তু এদের নিয়ন্ত্রণ করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। আমাদের যে আইনি ভাষা, এটা ওদের বোধগম্য হয় বলে মনে হয় না।"

প্রতিদিন সড়কে ইজিবাইক ডাম্পিং করা হয়। তার ছিঁড়ে, হাওয়া ছেড়ে অথবা রাস্তায় আটকে রেখে সাজা দেওয়া হয়। ট্রাফিক বিভাগের তথ্যে, গত চার মাসে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ব্যাটারিচালিত রিকশা ডাম্পিং করা হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন তিনশ-এর মতো অটোরিকশা বা ইজিবাইক ডাম্পিং করা হয়েছে। ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার ট্রাফিক মো. আনিসুর রহমান বলেন, এই অটোরিকশা নিয়ে এত কথা হয় বা হচ্ছে, এটা সকারের সক্রিয় ভাবনার মধ্যে আছে। সবাই মিলে বসে খুব শিগ্গিরই একটা ভালো সিদ্ধান্তে যাবো। "উঁচু মহলে ভাবছে যে, কী করা যায়। কারণ রাষ্ট্রতো একটা অনেক বড়ো বিষয়। রাষ্ট্রকে অনেক কিছু ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তো এটিও খুব সক্রিয় ভাবনার মধ্যে আছে। আমরা আশা করি, খুব শিগ্গিরই এটা নিয়েও বড়ো ধরনের কাজ করতে পারবো। ঢাকার সড়কে শৃঙ্খলা আনতে গেলে বাসকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং সড়কে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। অবৈধ দখল এবং অনিবন্ধিত গাড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে বলেও মনে করেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ড. এম শামসুল হক। তার ভাষায়, "আধুনিক বিজ্ঞানে টেকসই নগরী তৈরি করার শত বছর ধরে যত ট্রায়াল অ্যান্ড এরর হয়েছে, শেষ পর্যন্ত এসেছে বাসকে মেরুদণ্ড বানাতে হবে। এখন মেট্রো যেমন নির্ভরযোগ্য, বাসও তেমন নির্ভরযোগ্য হতে পারে। কিন্তু তার জন্য পরিকল্পনা থাকতে হবে উদ্যোগ থাকতে হবে।" "বড়ো গাড়ি কিন্তু টেকসই সমাধান দেবে। সেই হিসেবে আমি বলবো, ইজিবাইককে ধাপে ধাপে সরাতেই হবে। এটার ব্যাপারে কেউ যদি আবেগ দেখায় অনুভূতি দেখায়, সেটা তার ব্যাপার। বিজ্ঞানের কোনো সমর্থন এখানে নাই।" ড. এম শামসুল হক বলেন, এটাকে বলা হয় দুষ্টচক্র। ছোটো গাড়িকে অবাধে চলতে দিলে বাস অজনপ্রিয় হয়ে যায়। আমাকে আধুনিক হতে গেলে আধুনিক কিছু কাজ করতে হবে, বিজ্ঞানভিত্তিক কাজ করতে হবে এবং সফল দেশের পথেই হাঁটতে হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

কোন পশু কোরবানি দেওয়া যাবে, আর কোনগুলো বৈধ হবে না

ইসলাম ধর্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতে, ঈদুল আযহায় কোরবানি দেওয়ার জন্য সামর্থ্যবান মুসলিমদের জন্য তাজা ও সুস্থ পশু বেছে নেওয়ার বিধান আছে। "হাদিসে বলা আছে, আমাদের প্রিয় নবী এ ধরনের পশু কোরবানি দিয়েছেন," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফাসসির এবং হালাল সনদ বিভাগের উপ-পরিচালক মুহাম্মদ আবু ছালেহ পাটোয়ারি। ঈদুল আযহা হলো মুসলিমদের অন্যতম বড়ো ধর্মীয় উৎসব এবং এটি বাংলাদেশের মুসলিমদের কাছে কোরবানির ঈদ হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত। প্রতি বছর আরবি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী, জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ ঈদুল আযহা পালন করা হয়। এ সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মুসলমানরা পশু কোরবানি করে থাকেন। তবে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমের মধ্যে এই ঈদে কোরবানি দেওয়ার জন্য পশু বাছাইয়ে ভিন্নতা রয়েছে। ইসলামের ইতিহাস অনুযায়ী, নবী আদম বা নবী ইব্রাহিমের সময় থেকেই পশু কোরবানি দেয়ার রীতি থাকলেও, ইসলাম প্রচারের পর ঠিক কবে আর কীভাবে প্রথম কোরবানি দেওয়া শুরু হয়েছে, সেই সম্পর্কে নানা ধরনের মতামত রয়েছে। তবে বিভিন্ন হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামি পণ্ডিতদের অনেকে বলে থাকেন যে, হিজরতের পরে ইসলামের নবী মোহাম্মদ যে দশ বছর মদিনায় ছিলেন, সেই দশ বছরেই তিনি কোরবানি করেছেন। ইসলাম ধর্মে কোরবানি পালনকে অবশ্য ফরজ বা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাভাবিক একজন মুসলমান, যার সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপা অথবা এর সমমূল্যের নগদ টাকা ও ব্যবসার পণ্য বা সম্পদ আছে, তার জন্য ওয়াজিব। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক মুফতি আনিসুর রহমান শিকদার বলছেন, "'হযরত ইব্রাহীম (আ.) জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে তার প্রিয় সন্তানকে কোরবানি দিয়েছিলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তানের পরিবর্তে দুম্বা কোরবানি হয়েছিল।" "এর প্রেক্ষিতেই হজের সময় হাজিদের কোরবানি তো দিতেই হবে। পাশাপাশি সারা বিশ্বের মুসলিমদের যার ওপর যাকাত প্রযোজ্য, তার জন্য আল্লাহ কোরবানি ওয়াজিব করেছেন," বলছিলেন তিনি।

কোন পশু কোরবানি দেওয়া যায়

ঈদুল আযহায়, যা বাংলাদেশে কোরবানির ঈদ বলেও বর্ণনা করা হয়, তাতে প্রতি বছর লাখ লাখ গরু কোরবানি হয়ে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছাগল, ভেড়া বা দুম্বার মতো পশু কোরবানি দেওয়া হলেও, বাংলাদেশে গরু কোরবানি একটা যেন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু মুসলিম অবশ্য ছাগলও কোরবানি দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে আরব বিশ্বে উট, মহিষ ও দুম্বা কোরবানি দেওয়ার প্রচলন বেশি। ইসলামের বিধান অনুযায়ী, কোরবানির ঈদের দিন থেকে শুরু করে তিনদিন পর্যন্ত পশু জবাই করা যায়। মুফতি আনিসুর রহমান শিকদার বলছেন, কোরবানির কথা পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে এবং হাদিসের মাধ্যমে এর বিস্তারিত অন্য বিধি বিধানগুলো উঠে এসেছে। তার মতে, "হাদিস অনুযায়ী এমন পশু কোরবানি দিতে হবে, যা দেখলে মন জুড়িয়ে যায়।" মুহাম্মদ আবু ছালেহ পাটোয়ারী বলছেন, হাদিসে বলা আছে, রাসুল (সাঃ) সবসময়ে দুটা দুম্বা কোরবানি দিতেন। "তিনি দুইটা শিং ওয়ালা নাদুস-নুদুস দুম্বা জবাই করেছেন আর বলেছেন, একটি আমার উম্মতের পক্ষ থেকে, একটা আমার পক্ষ থেকে," বলেছেন তিনি। তারা উভয়েই বলছেন যে,

ধর্মের বিধান অনুযায়ী, উট, গরু, দুম্বা, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ- এই ছয় ধরনের পশু দিয়েই কোরবানি দিতে হবে। এর বাইরে অন্য কোনো ধরনের পশু দ্বারা কোরবানি করা বৈধ হবে না। "পশুগুলো হতে হবে স্বাস্থ্যবান, নিখুঁত ও নিপুণ। অসুস্থ, ল্যাংড়া, খোঁড়া টাইপের পশু দিয়ে কোরবানি বৈধ হবে না। এছাড়া, পশুগুলোর বয়স কেমন হতে হবে, সেটিও সঠিকভাবে জেনে নেওয়া জরুরি," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. পাটোয়ারী। বিভিন্ন হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে মুফতি মওলানা আনিসুর রহমান শিকদার এবং মওলানা মুহাম্মদ আবু ছালেহ পাটোয়ারী বলেছেন যে, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা কমপক্ষে পূর্ণ এক বছর বয়সের হতে হবে। অবশ্য এক বছর বয়সিদের মধ্যে ছেড়ে দিলে ছোটো মনে হবে না এমন হলেও কোরবানি দেওয়া যাবে। তবে কমপক্ষে ছয় মাস বয়স হতেই হবে। এছাড়া, উটের বয়স কমপক্ষে পাঁচ বছর আর গরু ও মহিষের বয়স কমপক্ষে দুই বছর হতে হবে। বিভিন্ন হাদিসে কোরবানির জন্য যে উত্তম পশুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে মোটা ও মাংসল অর্থাৎ পশুটি মোটা, স্বাস্থ্যবান এবং মাংসে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত বলে বলা হয়েছে। পশুটি শারীরিকভাবে সুস্থ ও অক্ষত হতে হবে।

কোন পশু দিয়ে কোরবানি হবে না

মওলানা আনিসুর রহমান শিকদার বলছেন, "যে পশুর একটিও দাঁত নেই, কান নেই ও শিং ভাঙা সেই পশু দিয়ে কোরবানি হবে না।" এছাড়া, যে যে পশু দুই চোখ অন্ধ কিংবা একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি এক-তৃতীয়াংশ বা এর চেয়ে বেশি নষ্ট, তা সেই পশু দিয়ে কোরবানি জায়েজ হবে না। আবার যে পশুর একটি কান বা লেজের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এর চেয়ে বেশি নেই, সেটি কোরবানির উপযুক্ত হবে না। "মনে রাখতে হবে যে, পশু জবেহ করার স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না তেমন পশু দিয়ে কোরবানি হবে না। তবে ভালো পশু কেনার পর এমন কোনো দোষত্রুটি দেখা দিলে সেটি দিয়ে কোরবানি দেওয়া যাবে," বলছিলেন মি. পাটোয়ারী। সব মিলিয়ে চার ধরনের পশু কোরবানির জন্য এড়ানো উচিত বলে বিভিন্ন হাদিসে বলা হয়েছে। এগুলো হলো- খোঁড়া পশু, এক চোখ বিশিষ্ট পশু, রোগাক্রান্ত পশু এবং এমন কৃশকায় পশু যা কেউ পছন্দ করবে না। ইসলামি পণ্ডিতদের মতে, কোনো ব্যক্তির জন্য কোরবানির জন্য সবচেয়ে উত্তম পশু হলো উট। এরপর গরু বা ষাঁড়। উট ও গরুর ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির সাত ভাগের এক ভাগ কোরবানি দিতে পারে। একাধিক ব্যক্তি মিলেও উট, গরু বা মহিষ কোরবানি দিতে পারে। এছাড়া, না তাড়ালে যে যে পশু পালের সঙ্গে চলে না, জননাঙ্গ কাটা (জন্মগত না হলে) এবং দাঁত হারানো (জন্মগত না হলে) বা স্তনবৃন্ত কাটা বা দুধ বন্ধ হয়ে গেছে, এমন পশু কোরবানি দেওয়া মকরুহ বলে কিছু হাদিসে উঠে এসেছে। মুফতি মওলানা আনিসুর রহমান শিকদার বলছেন, কোরবানির পশু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ধর্মীয় রীতির গুরুত্ব ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে বিবেচনা করতে হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদনে নতুন নিয়ম চালু

যুক্তরাষ্ট্র নতুন একটি নীতি ঘোষণা করেছে, যার ফলে গ্রিন কার্ড পেতে ইচ্ছুক অধিকাংশ অভিবাসীকে দেশ ছেড়ে বিদেশে অবস্থিত কোনো দূতাবাস বা কনস্যুলেটে গিয়ে আবেদন করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) শুক্রবার জানিয়েছে, যারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আবেদন করতে চান, তাদের "ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছাড়া" দেশটির বাইরে কনস্যুলার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। এই পদক্ষেপটিকে অবৈধ অভিবাসন কমানোতে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টার অংশ বলা হচ্ছে। এতদিন নানা রকম ভিসাধারী ও দর্শনার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেই গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারতেন, সেই সুযোগটির দুর্বলতা বন্ধ করার কথা বলা হচ্ছে। এই নীতির সমালোচকেরা বলছেন, দীর্ঘদিনের এই পদ্ধতি পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘ আবেদন প্রক্রিয়ার সময় একসঙ্গে থাকতে সাহায্য করত। নতুন পদ্ধতি এমনও করতে পারে যে, যারা গ্রিন কার্ড পাওয়ার আশায় দেশ ছাড়বেন, যা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দেয়, তাদের মধ্যে কারও কারও ফিরে আসা কঠিন বা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। ইউএসসিআইএস-এর নীতিমালায় বলা হয়েছে, শিক্ষার্থী, অস্থায়ী কর্মী বা পর্যটক ভিসাধারীদের মতো ব্যক্তিদের যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আসতে হবে।

"যখন বিদেশিরা তাদের নিজ দেশে থেকে আবেদন করেন, তখন তাদের খুঁজে বের করা এবং বহিষ্কার করার প্রয়োজন কমে যায়। এমন অনেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করেন," বলছে ইউএসসিআইএস। তারা এই ব্যবস্থাকে "আরও ন্যায্য ও কার্যকর" হিসেবে বর্ণনা করেছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট, যা ইউএসসিআইএস তত্ত্বাবধান করে, এক পোস্টে লিখেছে, "আমাদের দেশের অভিবাসন ব্যবস্থার অপব্যবহারের যুগ শেষ।" "আমরা আইনের মূল উদ্দেশ্যে ফিরে যাচ্ছি, যাতে বিদেশিরা আমাদের দেশের অভিবাসন ব্যবস্থা সঠিকভাবে অনুসরণ করে," ইউএসসিআইএস-এর মুখপাত্র জ্যাক কালার বলেন। "এখন থেকে, যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িকভাবে থাকা কোনো বিদেশি যদি গ্রিন কার্ড চান, তবে তাকে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছাড়া নিজ দেশে ফিরে গিয়ে আবেদন করতে হবে।" কালার বলেন, এই নীতির ফলে অভিবাসন ব্যবস্থা "আইনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী" কাজ করবে এবং ফাঁকফোকর ব্যবহারে উৎসাহিত করার পরিবর্তে তা বন্ধ করবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ "গ্রিন কার্ড প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে কাজ করা উচিত নয়।" চলমান গ্রিন কার্ড আবেদনগুলো এতে প্রভাবিত হবে কি না, তা পরিষ্কার নয়। ইউএসসিআইএস-এর একজন মুখপাত্র বিবিসিকে বলেছেন, নীতিটি কার্যকর হওয়ার সময় "অর্থনৈতিক সুবিধা দেয় বা জাতীয় স্বার্থ রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের আবেদন সম্ভবত বর্তমান প্রক্রিয়াতেই চলতে পারবে।" তিনি

আরও বলেন, "অন্যদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে বিদেশে আবেদন করতে বলা হতে পারে।" গ্রিন কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়াটি বহু ধাপে সম্পন্ন হয় এবং এতে কয়েক মাস থেকে বহু বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। ক্যাটো ইনস্টিটিউটের অভিবাসন গবেষণা বিভাগের পরিচালক জানিয়েছেন, বর্তমানে এক মিলিয়নেরও বেশি বৈধ অভিবাসী, তাদের স্ট্যাটাস পরিবর্তনে গ্রিন কার্ড আবেদনের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করছেন।

ইউএসসিআইএস-এর মুখপাত্র জ্যাক কালার যুক্তি দেন, আইন অনুসরণ করলে অধিকাংশ মামলার নিষ্পত্তি বিদেশে অবস্থিত কনস্যুলার অফিসগুলোর মাধ্যমে করতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর ফলে, ইউএসসিআইএস তাদের সম্পদের ব্যবহার অন্য মামলায়, যেমন সহিংস অপরাধ ও মানবপাচারের শিকারদের ভিসা এবং নাগরিকত্ব আবেদন পর্যালোচনায় ব্যবহার করতে পারবে। সংস্থাটি বলেছে, এই পদক্ষেপ দীর্ঘদিনের অভিবাসন আইন এবং আদালতের রায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অভিবাসন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "কোনো বিদেশি এই বিশেষ ধরনের সহায়তা পাওয়ার যোগ্য কি না, তা নির্ধারণে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সব তথ্য ও উপাদান বিবেচনা করতে।" গত বছর বিদায়ের আগ পর্যন্ত রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় প্রশাসনের সময় ইউএসসিআইএস-এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করা মাইকেল ভালভার্দে বিবিসির মার্কিন গণমাধ্যম সহযোগী সিবিএস-কে বলেছেন, শুক্রবারের এই ঘোষণা "প্রতি বছর লাখো পরিবারের এবং নিয়োগদাতাদের পরিকল্পনায় বিঘ্ন ঘটাবে।" "এটি একটি প্রায় নজিরবিহীন পদক্ষেপ, যা যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসনকে উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করবে," তিনি বলেন, "যারা নিয়ম মেনে চলেছেন, তারা এখন ব্যাপক অনিশ্চয়তার মুখে পড়বেন।" ট্রাম্প প্রশাসন এরইমধ্যে প্রায় ৪০টি দেশের নাগরিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা বা বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। এ বছর প্রশাসনের আরেকটি নীতিতে বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের অভিবাসী ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে ভিসা ইস্যু স্থগিত রাখা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী, ভিসা মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর সে দেশে অবস্থান করলে বহিষ্কার, ভবিষ্যৎ ভিসায় অযোগ্যতা এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর পুনঃপ্রবেশ নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি থাকতে পারে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৫.২০২৬ নারগীস)

চীনের কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে অন্তত ৯০ জন নিহত, রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবর

চীনের উত্তরাঞ্চলে একটি কয়লা খনিতে গ্যাস বিস্ফোরণে অন্তত ৯০ জন নিহত হয়েছেন বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। শানঝি প্রদেশের থংচৌ গ্রুপের দ্বারা পরিচালিত লিউশেনইউ কয়লা খনিতে এই গ্যাস বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে শত শত উদ্ধারকর্মী পাঠানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের ফুটেজে দেখা গেছে, প্যারামেডিকরা ঘটনাস্থলে স্ট্রেচার বহন করছেন এবং পেছনে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। ১০০ জনেরও বেশি মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে এবং ঘটনাস্থলে এখনও উদ্ধার কাজ চলছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার স্থানীয় সময় ১৯:২৯ মিনিটে (১১:২৯ জিএমটি) শানঝির একটি কয়লা খনিতে এই বিস্ফোরণ ঘটে। দুর্ঘটনার সময় সেখানে ২৪৭ জন শ্রমিক দায়িত্বরত ছিলেন বলে জানা গেছে। এই ঘটনার পর, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আহতদের চিকিৎসা এবং বেঁচে থাকাদের সন্ধানে কোনো রকম দুর্বলতা না রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সরকারকে এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে এবং দায়ীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, কয়লা খনি পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের আটক করা হয়েছে।

গ্যাস বিস্ফোরণের কারণ এখনও প্রকাশ করা হয়নি, তবে রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে খনিতে কার্বন মনোক্সাইড একটি অত্যন্ত বিষাক্ত, গন্ধহীন গ্যাস এর মাত্রা "সীমা অতিক্রম" করেছিল। চীনের জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় উদ্ধার অভিযানে সহায়তার জন্য ছয়টি উদ্ধারকারী দল থেকে ৩৪৫ জন কর্মী পাঠিয়েছে। চীনের অন্যতম দরিদ্র প্রদেশ শানঝি, দেশটির কয়লা খনির রাজধানী হিসেবে পরিচিত। ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে চীনের কয়লা খনি শিল্পে মারাত্মক দুর্ঘটনা সাধারণ বিষয় ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিরাপত্তার মানদণ্ড কঠোর করা হলেও এখনও দুর্ঘটনা ঘটছে। ২০২৩ সালে উত্তরাঞ্চলীয় ইনার মঙ্গোলিয়া অঞ্চলের একটি উন্মুক্ত কয়লা খনি ধসে ৫৩ জন নিহত হন। এর আগে, ২০০৯ সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় হেইলংজিয়াং প্রদেশের একটি খনিতে বিস্ফোরণে ১০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিলেন। চীন বিশ্বের বৃহত্তম কয়লা ব্যবহারকারী এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশ, যদিও তারা রেকর্ড গতিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৫.২০২৬ নারগীস)

হাম পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'স্বাধীন তদন্ত' চাচ্ছে সরকার

বাংলাদেশে হাম ও এই রোগের উপসর্গে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে। হাম পরিস্থিতি এই পর্যায়ে এলো কেন, তা বের করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচওকে একটি 'স্বাধীন তদন্ত' করার জন্য অনানুষ্ঠানিক অনুরোধ করেছে সরকার। এ বিষয়ে বৈশ্বিক এই সংস্থাটির কাছ থেকে ইতিবাচক জবাব পাওয়া গেছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী ডা. এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার। "আমরা কাউকে ঢালাও দোষারোপ করতে চাই না বা কাউকে এককভাবে দায়ও নিতে চাই না। তবে ভুলের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য হাম পরিস্থিতি কেন এমন হলো সেটা জানা দরকার। সেজন্যই একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনকোয়ারির জন্য ডব্লিওএইচওকে আমরা অনানুষ্ঠানিকভাবে বলেছি। তারাও আগ্রহ দেখিয়েছে," বলছিলেন মি. হায়দার। যদিও এর আগে ইউনিসেফ ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছিল যে, হাম পরিস্থিতি নিয়ে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারকে তারা অন্তত

পাঁচটি চিঠি দিয়েছিল এবং এছাড়া বিভিন্ন বৈঠকে অন্তত ১০ বার সতর্ক করা হয়েছিল। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সাবেক বিশেষ সহকারী (স্বাস্থ্য) অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের কাছে তার প্রতিক্রিয়ায় ইউনিসেফের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রসঙ্গত, হামের টিকার স্বল্পতা মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, এমন অভিযোগ করে অনেকেই অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করছেন। হাম উপসর্গে শত শত শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ীদের শাস্তি দাবি করে ঢাকায় নানা কর্মসূচি পালন করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন। বিষয়টি গড়িয়েছে আদালত পর্যন্তও। সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবীর রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে দেশে হামের প্রাদুর্ভাবে শিশুমৃত্যুর ঘটনা তদন্তে কেন কমিশন গঠনের নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। তবে সম্প্রতি স্বাস্থ্য সচিব ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন, টিকার সংকট এবং হামে শিশুমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সরকার। কেন এত শিশুর মৃত্যু হলো বা এক্ষেত্রে কারও কোনো গাফিলতি ছিল কি না, তা তদন্তে খতিয়ে দেখা হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও স্বাস্থ্য বিভাগের সাবেক পরিচালক বেনজির আহমদ বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের দোদুল্যমানতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বই এই পরিস্থিতির জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী; কিন্তু বর্তমান সরকারের সময়ে মহামারি শুরু হওয়ার পরে এটাকে হালকাভাবে নেওয়ার কারণেই অনেক মৃত্যু প্রতিরোধ করা যায়নি।

সবশেষ পরিস্থিতি ও কারণ

স্বাস্থ্য বিভাগ আজ জানিয়েছে, গত ১৫ই মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে মৃত্যুর সংখ্যা ৮৬, আর হাম উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ৪২৬টি শিশু। এছাড়া একই সময়ে সারাদেশে হাম উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬২ হাজারের বেশি শিশু। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের দিক থেকে টিকা সংগ্রহ এবং ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের ব্যাপক টিকাদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল হাম পরিস্থিতির জন্য বরাবরই বিগত সরকারের টিকা সংগ্রহ ও টিকাদানে ব্যর্থতাকেই দায়ী করে আসছেন। তিনি আজ শনিবার সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, "আগের সরকারের গাফিলতির কারণেই সারা দেশে হামের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। কিন্তু এ ঘটনায় যারা দোষী, এখন তাদের বিচারের ব্যবস্থা করার চেয়ে এই মুহূর্তে হামে আক্রান্ত শিশুদের যথাযথ চিকিৎসা দেওয়াই সরকারের কাছে বেশি জরুরি।" এ নিয়ে হাইকোর্টে যে রিট হয়েছে সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে, "ইউনিসেফের মাধ্যমে টিকা সংগ্রহ ব্যবস্থা বাদ দিয়ে বিগত অন্তর্বর্তী সরকার উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি চালু করায় দেশে টিকার তীব্র সংকট তৈরি হয়।" অর্থাৎ টিকা পরিস্থিতি নিয়ে যারা অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করছেন, তাদের মূল বক্তব্য হলো- ওই সময় টিকা ক্রয় প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন করার কারণে সময়মতো টিকা সংগ্রহ করা যায়নি এবং সে কারণেই জাতীয়ভাবে টিকার ঘাটতি হয়েছে। বাংলাদেশ সাধারণত শিশুদের ৯ মাস এবং ১৫ মাস বয়সে হাম-রুবেলা টিকার দুটি ডোজ দেওয়া হয়। এ ছাড়া, প্রতি চার বছর অন্তর দেশব্যাপী বিশেষ ক্যাম্পেইন চালানো হয়, যাতে কোনো শিশু বাদ না পড়ে। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে এই ক্যাম্পেইন হয়নি বলে জাতীয় সংসদে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন। ওই সময়ের প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী মো. সায়েদুর রহমান অবশ্য গত পহেলা মে ফেসবুকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সব টিকা ইউনিসেফের মাধ্যমেই সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরেই ইউনিসেফের কাছ থেকে টিকা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এর মূল্য পরে পরিশোধ করা হয়েছে। তার দাবি, ২০২৫ সালে টিকা না পেয়ে মানুষের ফিরে যাওয়ার ঘটনাও জানা যায় না। যদিও, ইউনিসেফের বাংলাদেশ প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন যে, অন্তর্বর্তী সরকার উন্মুক্ত টেন্ডারে টিকা কেনার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেই কারণেই বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ক্রয় প্রক্রিয়ায় দেরি হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে কাজ করেছেন, এমন একজন কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, তখন সরকার প্রথমে টিকা কেনার জন্য ইউনিসেফের সাথেই যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশন উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে টিকা কেনার পরামর্শ দিলে উপদেষ্টা পরিষদ তা অনুমোদন করে। এরপর সরকারের দিক থেকে টিকা কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হলেও, ক্রয়-সংক্রান্ত কমিটিতে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হওয়ার কারণেই মূলত পরে পর্যাপ্ত টিকা আসা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

এত মৃত্যুর দায় কার?

হাম পরিস্থিতির অবনতির জন্য ইউনিসেফ অন্তর্বর্তী সরকারের দিকে আঙুল তুললেও, ওই সরকারের কর্মকর্তারা বলছেন, সেই সময় প্রয়োজনীয় টিকা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তখন টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়নি। ডা. জিয়াউদ্দিন হায়দার বলছেন, বৈশ্বিকভাবেই হামে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে এবং বাংলাদেশে হামের যে পরিস্থিতি তার জন্য কাউকে এককভাবে দায়ী করা ঠিক হবে না। "এখন যারা আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের বয়স পাঁচ বছরের কম। করোনা মহামারির জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিপর্যয়ে পড়েছিল। ২০২৪/২৫ সালে টিকাদানের বিশেষ ক্যাম্পেইন হয়নি। তাছাড়া মায়েদের ও শিশুদের অপুষ্টিও হামের প্রাদুর্ভাবে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। মি. হায়দার বলেন, "তারপরেও আমরা যাতে ভুল না করি কিংবা কোনো ভুল হয়ে থাকলে তার যেনে পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য হাম পরিস্থিতি এই পর্যায়ে আসার কারণ খুঁজে বের করতে আমরা ডব্লিওএইচওকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনকোয়ারি করতে অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দিয়েছি। তারাও আগ্রহ দেখিয়েছে।" প্রসঙ্গত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচও

ইতোমধ্যেই সতর্ক করে বলেছে, টিকাদানের হার কমে যাওয়ায় বিশ্বের কিছু অঞ্চলে আবার হাম রোগের পুনরুত্থান দেখা যাচ্ছে। চিকিৎসা বিষয়ক জার্নাল দ্য ল্যানসেট এর তথ্য অনুযায়ী, গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক হাম প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে। আবার, এপ্রিলের শেষ দিতে একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশের হাম পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করে ডব্লিউএইচও। হামের চলমান পরিস্থিতিকে জাতীয়ভাবে 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' বলেও মূল্যায়ন করে সংস্থাটি।

বাংলাদেশ হামের 'উচ্চ ঝুঁকিতে' বলতে কী বুঝিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোভিড মহামারির সময়ে সারা বিশ্বেই শিশুদের নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির ব্যাঘাতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে টিকাবিরোধী প্রচারণাও বেড়েছে, যা হাম সংক্রমণ ফিরে আসার পথ তৈরি করেছে। বাংলাদেশেও একটি গোষ্ঠী টিকার বিরুদ্ধে ধর্মীয় সমাবেশে বক্তব্য দিয়ে থাকে বলে অভিযোগ আছে। আবার করোনা মহামারির সময়ে ৯ থেকে ১৫ মাস বয়সি শিশুদের হাসপাতালে বা চিকিৎসা কেন্দ্রে নেননি অনেকে। এরপর ২০২৪ সালের রাজনৈতিক সহিংসতার সময়ে টিকাদান কর্মসূচি ব্যাঘাত হওয়ায় অনেকে সময়মত টিকা নিতে পারেনি। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বেনজির আহমদ বলছেন, হাম হচ্ছে শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকায়, আর এই প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়নি সময়মতো টিকা না দেওয়ায়। আবার টিকা সময়মতো আসেনি অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের কারণে। "এই যুগে পাঁচ শতাধিক বাচ্চার এভাবে মৃত্যু অকল্পনীয়। শুরুতেই এর ব্যাপকতা অনুধাবন করে মহামারি ঘোষণা করে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিলে এত মৃত্যু হয়ত আমাদের দেখতে হতো না। মৃত্যু কমিয়ে আনার জন্য শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা ঠিক করা ও জাতীয় নির্দেশিকা তৈরি করা উচিত ছিল," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। মি.আহমদ বলেন, প্রতিটি মৃত্যু শুরু থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা অডিট করলে পরবর্তীতে মৃত্যু ঠেকাতে করণীয় খুঁজে পেতে সহায়ক হতো। "এগুলো কিছুই হয়নি। আর মনোযোগ দিয়ে নিবিড়ভাবে লড়াই করলে এত মৃত্যু হতো না," বলছিলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৩.০৫.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

এসিএসএ এবং জিএসওএমআই চুক্তিপত্র প্রসঙ্গে বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এসিএসএ এবং জিএসওএমআই-এ স্বাক্ষর করে, তাহলে কি একদিন হঠাৎ করেই দেশের মাটিতে একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি গড়ে উঠবে। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকার রাজনৈতিক ও কৌশলগত আলোচনায় এই প্রশ্নটি বারবার উঠে এসেছে। অনেকের আশঙ্কা, এ ধরনের প্রতিরক্ষা চুক্তি ধীরে ধীরে বাংলাদেশকে ওয়াশিংটনের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে টেনে নেবে। দেশের পররাষ্ট্রনীতির স্বাধীনতা সংকুচিত করবে এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল এবং কূটনৈতিকভাবে সূক্ষ্ম। দ্যা ডেল্টা গ্রামের বিশ্লেষণ থেকে আরো জানাচ্ছেন ওয়াহিদ ফারুকী :

প্রথমেই বুঝতে হবে এসিএসএ বা অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ক্রস-সার্ভিসিং অ্যাগ্রিমেন্ট মূলত একটি লজিস্টিক সহযোগিতা কাঠামো। এর মাধ্যমে দুই দেশের সামরিক বাহিনী, মহড়া, মানবিক সহায়তা, শান্তিরক্ষা অভিযান কিংবা জরুরি পরিস্থিতিতে জ্বালানি পরিবহণ, চিকিৎসা সহায়তা, রক্ষণাবেক্ষণ বা সরঞ্জাম বিনিময় করতে পারে। অন্যদিকে জিএসওএমআইএ বা জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট মূলত গোপন সামরিক ও নিরাপত্তা তথ্য সুরক্ষা নীতিমালা নির্ধারণ করে। অর্থাৎ এটি গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার জন্য নিরাপত্তা কাঠামো তৈরি করে। এই দুই চুক্তির কোথাও স্থায়ী মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের বাধ্যবাধকতা নেই। এগুলো এমন কোনো প্রতিরক্ষা জোট নয়, যার ফলে বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে অংশ নিতে হবে। বাস্তবে বিশ্বের বহু দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একই ধরনের চুক্তি করেছে। কিন্তু তারা নিজেদের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বজায় রেখেছে। এখানে শ্রীলঙ্কার উদাহরণটি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীলঙ্কা বহু বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এসিএসএ স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু চলতি বছরের ইরান সংকটের সময় কলম্বো কথিতভাবে মার্কিন যুদ্ধবিমানকে মারতালা বিমানবন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ হিসেবে তারা তাদের নিরপেক্ষতা নীতির কথা তুলে ধরে। এই ঘটনাটি দেখিয়েছে লজিস্টিক সহযোগিতা মানেই সার্বভৌম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা নয়। একটি রাষ্ট্র চাইলে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে না বলতেই পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা প্রযোজ্য। কোনো সরকার যদি ভবিষ্যতে বিদেশি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়, সেটি হবে সম্পূর্ণ আলাদা রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্ন। শুধু এসিএসএ বা জিএসওএমআইএ স্বাক্ষরের মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হয়ে যায় না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সামরিক ঐতিহ্য এবং জনমত বিবেচনায় হঠাৎ করেই মার্কিন ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা বাস্তবসম্মত নয়। তবে এটাও সত্য, এই চুক্তিগুলোকে একেবারে নিরীহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতি বর্তমানে গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে প্রবেশ করেছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা দিন দিন তীব্র হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে এই প্রতিযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত করিডোরে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশ এখন আর কেবল একটি আঞ্চলিক অর্থনীতি নয়। এটি সামুদ্রিক নিরাপত্তা, বাণিজ্য রুট, জ্বালানি পরিবহণ এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। ফলে ওয়াশিংটনের যে-কোনো প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বেইজিং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, সেটাই স্বাভাবিক।

চীন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো বাণিজ্য অংশীদার। বড়ো অবকাঠামো বিনিয়োগকারী এবং অন্যতম প্রধান প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহকারী। পদ্মা সেতু থেকে কর্ণফুলি টানেল, পায়রা বন্দর থেকে বিদ্যুৎ প্রকল্প, বহু ক্ষেত্রে চীনের অর্থনৈতিক উপস্থিতি স্পষ্ট। একই সাথে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামও চীন থেকে আসে। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো ভারসাম্য রক্ষা করা। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ানো, অন্যদিকে চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা। মধ্যম আকারের রাষ্ট্রগুলোর কূটনীতি সাধারণত এভাবেই পরিচালিত হয়। তারা স্থায়ী কোনো এক শিবিরে যোগ দেয় না বরং নিজেদের কৌশলগত পরিসর খোলা রাখে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তিও দীর্ঘদিন ধরে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ওয়াশিংটনের সঙ্গে সীমিত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়ানো মানেই বেজিং-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া নয়। একইসঙ্গে, চীনের সঙ্গে গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখাও যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী অবস্থান নয়। বরং বাংলাদেশে নিজস্ব কিছু বাস্তব প্রয়োজন রয়েছে, যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতাকে অর্থবহ করে তুলতে পারে। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণকারী দেশ। শান্তিরক্ষা অভিযানের বিভিন্ন দেশের বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় ও লজিস্টিক সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসিএসএ সেই সমন্বয়কে সহজ করতে পারে।

এছাড়া, বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক নিরাপত্তা ইস্যু এখন বড়ো। অবৈধ মৎস্য শিকার, জলদস্যুতা, মানবপাচার, চোরাচালান এবং সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষার মতো বিষয়গুলো মোকাবিলায় উন্নত নজরদারি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমুদ্র নিরাপত্তা সহযোগিতা, সেই সক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে। সাইবার নিরাপত্তাও আরেকটি বড়ো ক্ষেত্র। ডিজিটাল অবকাঠামো যত বাড়ছে, সাইবার হামলার ঝুঁকিও তত বাড়ছে। জিএসওএমআই-এর মতো চুক্তি তথ্য নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। একইভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বয় বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারে বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও মানবিক সংকটের সময়। তবে, বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক ঐকমত্য। অতীতে দেশের ভেতরে বিদেশি শক্তির প্রভাব নিয়ে নানা বিতর্ক হয়েছে। ফলে যে-কোনো প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে জনগণের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সরকার যদি এসব চুক্তি এগিয়ে নিতে চায়, তাহলে তাদের উচিত হবে, স্পষ্টভাবে জনগণকে জানানো চুক্তির সীমা কোথায়, কী কী অধিকার বাংলাদেশ সংরক্ষণ করবে এবং কোন বিষয়গুলো সম্পূর্ণ বাংলাদেশের সার্বভৌম সিদ্ধান্তের আওতায় থাকবে। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এখন আর সাদা-কালো নয়। ভারত যেমন একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষা সম্পর্ক বজায় রাখছে, অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সামরিক সম্পর্ক ধরে রেখেছে। ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াচ্ছে, কিন্তু চীনের সঙ্গে অর্থনীতিক যোগাযোগও ছিন্ন করছে না। সৌদি আরব একই সময় ওয়াশিংটন এবং বেইজিং উভয়ের সঙ্গেই গভীর সম্পর্ক করছে। বাংলাদেশও সেই বাস্তবতার মধ্যেই অবস্থান করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা প্রযুক্তি এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যের স্বার্থে তাকে বহুমাত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তাই এসিএসএ বা জিএসওএমআইএ-কে শুধুমাত্র মার্কিন আধিপত্যের দরজা হিসেবে দেখা যেমন অতিরঞ্জিত, তেমনি এগুলোকে পুরোপুরি গুরুত্বহীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভাবাও সরলীকরণ হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, কোনো চুক্তি নিজে থেকে একটি দেশের কৌশলগত ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না। সেটি নির্ধারণ করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সামরিক নীতি এবং জনগণের সম্মিলিত অবস্থান। বাংলাদেশ যদি আত্মবিশ্বাসী ও ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি অনুসরণ করতে পারে, তাহলে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সীমিত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বজায় রেখেও বেইজিং-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ধরে রাখা সম্ভব। অতএব, এসিএসএ ও জিএসওএমআইএ স্বাক্ষর করলেই বাংলাদেশ মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হবে, এমন ধারণা বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। এগুলো মূলত সহযোগিতার কাঠামো, সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরের দলিল নয়। তবে, এগুলো বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে দেখা হবে এবং সেই কারণে বাংলাদেশের কূটনৈতিক দক্ষতা ও কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতা আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। (রেডিও তেহরান: ২৩.০৫.২০২৬ এলিনা/রুবাইয়া)

ভারতের ঐতিহাসিক ভোজশালা কমপ্লেক্সকে ঘিরে আদালতের রায় নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে

ভারতের মধ্যপ্রদেশের ঐতিহাসিক ভোজশালা কমপ্লেক্সকে ঘিরে সাম্প্রতিক আদালতের রায় আবারও দক্ষিণ এশিয়া ধর্মীয় রাজনীতি, ইতিহাসের ব্যাখা এবং সংখ্যালঘু অধিকার নিয়ে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় এক হাইকোর্ট রায়ে বলা হয়েছে, মধ্যযুগীয় কামাল মাওলা মসজিদ মূলত একটি হিন্দু মন্দির ছিল, যা দেবী স্বরস্বতীর উপাসনালয় হিসেবে পরিচিত ছিল। এই রায়ের ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেখানে নামাজ আদায় করে আসা মুসলিমদের প্রবেশ ও ইবাদতের অধিকার কার্যত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি কেবল একটি স্থাপনা বা ধর্মীয় বিরোধ নয় বরং এটি ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা, ইতিহাসের পুরোনো ব্যাখ্যা, সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ভোজশালা কমপ্লেক্স মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় অবস্থিত। বহু শতাব্দী ধরে এটি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। হিন্দুদের একটি অংশ বিশ্বাস করে, এটি পরমার রাজা ভোজের সময় নির্মিত স্বরস্বতী মন্দির, যেখানে সংস্কৃত ও ধর্মীয় শিক্ষা চর্চা হতো। অন্যদিকে, মুসলিমরা একে কামাল মাওলা মসজিদ হিসেবে জানে। যেখানে সুফি সাধক কামাল উদ্দিন মাওলার স্মৃতির সঙ্গে ইসলামী উপাসনার ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। ইতিহাসবিদদের মতে, মধ্যযুগে ভারতে বহু স্থাপনা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে গেছে। ফলে এই সব স্থাপনার উপর একাধিক সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক দাবি তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বহু বছর ধরেই এ কমপ্লেক্স পরিচালনা করছে। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে একটি আপোশের ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। নির্দিষ্ট দিনে হিন্দুরা পূজা করতো আবার শুক্রবার মুসলিমরা জুম্মার নামাজ আদায় করত। যদিও এই ব্যবস্থাও সব সময় শান্তিপূর্ণ ছিল না। তবুও এটি ভারতের বহুত্ববাদের একটি প্রতীক হিসেবে অনেকেই দেখতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজনৈতিক পরিবেশ পাল্টে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের যৌথ ধর্মীয় ঐতিহ্য ক্রমশ সংঘাতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। হাইকোর্টের রায় এমন এক সময় এসেছে, যখন ভারতে মসজিদ, মন্দির বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ধ্বংস এবং পরে সেখানে রাম মন্দির নির্মাণের পর কাশি ও মধুরার মতো আরো বহু ধর্মীয় স্থাপনা নিয়ে দাবি উঠতে শুরু করেছে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো দাবি করছে মুঘল বা মুসলিম শাসনামলে বহু হিন্দু মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। তাই ঐতিহাসিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে এই সব স্থাপনা পুনরুদ্ধার করতে হবে। ভোজশালার রায়কে তারা সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে দেখছে।

এই রায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- আদালত মূলত ইতিহাসের ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করেছে। সাধারণত আদালত আইনগত মালিকানা বা প্রশাসনিক প্রশ্ন নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু এখানে ইতিহাস ও ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। সমালোচকদের মতে, শত শত বছরের আগের ইতিহাসকে বর্তমান রাজনৈতিক আবেগ দিয়ে বিচার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ ইতিহাসের প্রায় সব বড়ো স্থাপনার ক্ষেত্রেই বিভিন্ন যুগে পরিবর্তন, পুনর্নির্মাণ বা ধর্মীয় রূপান্তরের ঘটনা ঘটেছে। যদি সেই যুক্তি সামনে আনা হয়, তাহলে অসংখ্য স্থাপনা নিয়ে নতুন সংঘাত শুরু হতে পারে। ভারতের সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণা বহন করে। সংবিধান সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে গত এক দশকে দেশটির রাজনীতিক পরিবেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান স্পষ্ট হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু সভ্যতার পুনর্জাগরণ হিসেবে তুলে ধরছে। তাদের সমর্থকদের মতে, মুসলিম শাসনামলে হিন্দু ঐতিহ্য দমনের শিকার হয়েছিল। তাই এখন সেই ইতিহাস সংশোধনের সময় এসেছে। কিন্তু বিরোধীরা বলছে, এটি আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনীতিকে শক্তিশালী করার কৌশল, যা মুসলিম সম্প্রদায়কে ক্রমশ প্রান্তিক করে তুলছে। ভোজশালা ইস্যুতে মুসলিম সংগঠনগুলোর অভিযোগ, আদালতের এই সিদ্ধান্ত তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর আঘাত। তারা বলছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা সেখানে নামাজ আদায় হয়েছে। ফলে এটিকে কেবল মন্দির হিসেবে ঘোষণা করা বাস্তব ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার শামিল। তাদের আশঙ্কা, এই রায় ভবিষ্যতে আরো বহু মসজিদের বিরুদ্ধে অনুরূপ মামলার পথ খুলে দেবে। ইতোমধ্যে কাশির জ্ঞানবাপী মসজিদ এবং মথুরার শাহী ঈদগাহ মসজিদ নিয়ে একই ধরনের আইনি লড়াই চলছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের ১৯৯১ সালের প্লেসেস অফ ওয়াসিফ অ্যাক্ট বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনে বলা হয়েছিল, স্বাধীনতার সময় যে ধর্মীয় স্থাপনার যে চরিত্র ছিল, তা পরিবর্তন করা যাবে না। এই আইন মূলত বাবরী মসজিদ পরবর্তী নতুন সংঘাত ঠেকানোর উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেক বিশ্লেষকের মতে, ভোজশালার মতো মামলাগুলো সেই আইনের কার্যকারিতা দুর্বল করে দিচ্ছে।

আদালতের রায়ের আরেকটি দিক হলো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের ব্যবহার। হিন্দু পক্ষ দাবি করেছে, কমপ্লেক্সে পাওয়া স্তম্ভ ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশৈলী প্রমাণ করে এটি মূলত মন্দির ছিল। মুসলিম পক্ষ বলছে, এটি মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের বিভিন্ন উপাদানের পুনর্ব্যবহার খুব সাধারণ বিষয় ছিল। তাই কেবল স্থাপত্য দেখে ধর্মীয় পরিচয় নির্ধারণ করা যায় না। অনেক ইতিহাসবিদও সতর্ক করেছেন যে, প্রত্নতত্ত্বকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কারণ প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের ব্যাখ্যা প্রায়ই বিতর্কিত এবং তা নির্ভর করে গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গের উপর। ভারতে এই ধরনের বিরোধ কেবল আদালত বা রাজনীতির বিষয় নয়, এটি সামাজিক সম্পর্কেও গভীর প্রভাব ফেলে। বহু জায়গায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে সহাবস্থানের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। যৌথ উৎসব সুফি দরগা মন্দির মসজিদের পারস্পরিক ঐতিহ্য ভারতীয় সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু যখন ইতিহাসকে আমরা বরং তারা কাঠামোয় উপস্থাপন করা হয়, তখন সেই বহুত্ববাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভোজশালা বিরোধও সেই বৃহত্তর সামাজিক মেরুকরণের প্রতিফলন। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এই রায় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘুরা ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে রয়েছে। নাগরিকত্ব আইন গৌরব খাঁ রাজনীতি মসজিদ বিতর্ক এবং ধর্মীয় সহিংসতার বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে এই রায়কে একই ধারাবাহিকতায় দেখা হচ্ছে। যদিও ভারত সরকার বারবার দাবি করে যে, দেশটি এখনো গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে। সমালোচকরা বলছেন, বাস্তবতা ভিন্ন চিত্র তুলে ধরছে। তবে, হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলোর কাছে এই রায় একটি ঐতিহাসিক বিজয়। তারা মনে করে, বহু বছর ধরে ভারতের ইতিহাস বিকৃতভাবে লেখা হয়েছে এবং মুসলিম শাসনের সমালোচনা যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। তাই তাদের ভোজশালা বা অযোধ্যার মতো ইসুগুলো কেবল ধর্মীয় নয় বরং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন। এই বয়ান বর্তমানে ভারতের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসবিদদের বড়ো অংশ মনে করেন ইতিহাসকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিচয়ের অস্ত্র বানানো বিপজ্জনক। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস মূলত মিশ্র

সংস্কৃতির ইতিহাস। এখানে শতাব্দীর পর শতাব্দি ধরে বিভিন্ন ধর্ম ভাষা ও জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান ঘটেছে। অনেক মসজিদে স্থানীয় স্থাপত্যের প্রভাব আছে। আবার বহু মন্দিরে মুসলিম কারিগরদের দেখা যায়। ফলে অতীতকে একমাত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করলে বাস্তব ইতিহাস বিকৃত হওয়ার ঝুঁকি। ভোজশালার রায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এনেছে। আদালত কি ইতিহাস নির্ধারণের চূড়ান্ত জায়গা হতে পারে? আইনি সিদ্ধান্ত হয়ত প্রশাসনিক সমাধান দিতে পারে। কিন্তু তা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারে না। অযোধ্যা রায়ের পরও ভারতীয় সমাজে বিভাজন পুরোপুরি সমাধান হয়নি। বরং অনেকেই শঙ্কা করছেন, নতুন নতুন দাবি সামনে আসবে এবং ধর্মীয় মেরুকরণ আরো বাড়বে। সবশেষে বলা যায়, ভোজশালা কামান মাওলা মসজিদ নিয়ে এই বিরোধ কেবল একটি ধর্মীয় স্থাপনার মালিকানার প্রশ্ন নয়। এটি ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রচিন্তা ধর্মনিরপেক্ষতা ইতিহাসের ব্যবহার এবং সংখ্যালঘু অধিকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়ো এক প্রতীক লড়াই। আদালতের রায় হয়ত একপক্ষকে সাময়িক বিজয় এনে দিয়েছে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে একটি ভারতের সামাজিক সম্প্রীতি ও বহুত্ববাদী পরিচয়ের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। ইতিহাসকে পুনরুদ্ধারের নামে যদি বর্তমানের সহাবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তার প্রভাব কেবল একটি মসজিদ বা মন্দিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং পুরো সমাজের উপর পড়বে।
(রেডিও তেহরান: ২৩.০৫.২০২৬ এলিনা/রুবাইয়া)

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জয়ের পর এবার শুরু হয়েছে নাম পরিবর্তনের পালা

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জয়ের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুড়িয়ে দেওয়া ও দখলের পর এবার শুরু হয়েছে নাম পরিবর্তনের পালা। যত প্রতিষ্ঠান ও স্থানের নামের সঙ্গে ইসলাম মুসলমান যুক্ত, তা পরিবর্তন করে হিন্দু নামকরণ চলছে। ইসলামপুরার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে খ্রিষ্টান নগর। মোস্তফাবাদ হয়েছে ধরমপুরা। বাবরী মসজিদ চকের নাম পরিবর্তন করে জৈন মন্দির চক রাখা হয়েছে। সুন্নতনগর হচ্ছে শন্তনগর। ফাতেমা জিন্নাহ রোড নাম পালটে পুরোনো নাম কুইন্স রোড নাম রাখা হয়েছে।(রেডিও তেহরান : ২৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

এনএইচকে

তেহরানে পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার

পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীরা, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শান্তি আলোচনা পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা জোরদার করছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও শুক্রবার বলেন, তারা একটি "প্রশংসনীয় কাজ" করছে। তিনি বলেন, তিনি অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছেন, তবে কোনো চুক্তিতে না পৌঁছালে সামরিক পদক্ষেপের সম্ভবনার ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। রুবিও বলেছেন, "কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। আমি এটাকে বাড়িয়েও বলব না, আবার কমিয়েও দেখব না। আরও কাজ বাকি আছে। তবে দেখুন, কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে এবং এটা একটা ভালো লক্ষণ।" তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এখন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে 'নিবিড় যোগাযোগ' রাখছে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, চলমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মুনির শুক্রবার তেহরানে পৌঁছেছেন। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভিও চলতি সপ্তাহে দেশটি সফর করছেন। তিনি ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এর আগে, একটি ইরানি গণমাধ্যম জানিয়েছিল যে, আলোচনায় অগ্রগতি হলে মুনির ইরান সফর করবেন। ইরানের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা, এই জ্যেষ্ঠ পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সফরের খবর জানিয়েছে। এতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাইকে উদ্ধৃত করে বলা হয় যে, তেহরানে তাদের উপস্থিতি একটি ক্রান্তিলগ্নকে চিহ্নিত করে। তিনি আরও বলেন, কাতারের একটি প্রতিনিধিদলও এসে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। তবে বাঘাই উল্লেখ করেন যে, "কূটনীতিতে সময় লাগে," এবং এর অর্থ এই নয় যে "শীঘ্রই একটি চুক্তি হতে চলেছে।" তিনি আরও বলেন যে, হরমুজ প্রণালি নিয়ন্ত্রণসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২৩.০৫.২০২৬ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

শিশু ধর্ষণ ও হত্যা; মানুষ কেন অন্যভাবে বিচার চাইছে

বাংলাদেশে ঢাকার পল্লবীতে ৮ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। অপরাধীর বিচারের দাবিতে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। তবে অনেকে এমন শাস্তির কথা বলছেন, যার বিধান বাংলাদেশের আইনে নেই। রাজনৈতিক নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক, ইসলামী ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে অনেক অনুসারী থাকা ফেসবুক ব্যবহারকারীরাও প্রচলিত বিচারব্যবস্থার বাইরে অন্য বিচার চাইছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল তার ভেরিফাইড ফেসবুকে 'বেত্রাঘাত, ফাঁসি আর দ্রুতবিচার' শিরোনামে লিখেছেন, (শিশুটির নাম উল্লেখ করেছেন) ধর্ষক ও হত্যাকারীর কী শাস্তি হওয়া উচিত? তার জন্য মানুষের দুনিয়ায় কোনো শাস্তিই যথেষ্ট নয়। তবে শাস্তি অন্তত এমন হওয়া উচিত, যাতে অপরাধীরা ভয় পায় এবং মানুষের মনে কিছুটা শান্তি আসে। শিশুধর্ষণ এতটাই এখন বেড়েছে যে, দীর্ঘ বিচার শেষে নিভৃতে ফাঁসি দিলে সেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। শিশুধর্ষণ ও হত্যাকারীর শাস্তি হওয়া উচিত প্রকাশ্যে একশত দোররা (বেত্রাঘাত); এরপর অপরাধী বেঁচে থাকলে ফাঁসি।" বাংলাদেশের প্রচলিত ফৌজদারি আইনে কোনো অপরাধের শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাত বা চাবুক মারার বিধান নেই। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ

অনুযায়ী, কোনো নাগরিককে নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যায় না। তাহলে একজন আইনের অধ্যাপক ও সাবেক আইন উপদেষ্টা এই শাস্তি কীভাবে চাইলেন? বিষয়টি জানতে তার সঙ্গে একাধিকার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমীন তার ভেরিফাইড ফেসবুকে লিখেছেন, (শিশুটির নাম উল্লেখ করেছেন) ধর্ষক ও হত্যাকারীর পক্ষে যদি কোনো আইনজীবী দাঁড়ায়, তাহলে তার একই অপরাধে বিচার হওয়া উচিত। কোনো মানুষ এই নৃশংসতার পক্ষে দাঁড়াতে পারে না। যে দাঁড়াবে, সে পশু।" পরবর্তীতে সমালোচনার মুখে সেই স্ট্যাটাস প্রত্যাহার করে ব্যাখ্যা দিয়ে আরেকটি পোস্ট দিয়েছেন মনিরা। প্রত্যেক অপরাধীর আদালতে নিজের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আছে। তাহলে এমন দাবি কেন করলেন? জানতে চাইলে মনিরা শারমীন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত হচ্ছে না। এক বছর হয়ে গেল মাগুরার... (আরেক শিশুর নাম উল্লেখ করেছেন) শাস্তি কি আমরা কার্যকর করতে পেরেছি। এখন বিচারের রায় কার্যকর করতে তো ১৫ বছর লাগার কথা না। আমিও চাই, প্রচলিত আইনের মাধ্যমে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত হোক। কিন্তু কীভাবে দ্রুত এই বিচার নিশ্চিত করা যাবে, সে ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে।" ফেসবুক ব্যবহারকারী ফাহাম আব্দুস সালামের অনুসারীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ ছয় হাজার। তিনি লিখেছেন, "২০/২৫ বছর আগে পাকিস্তানের এক বিচারক এক চাঞ্চল্যকর রায় দিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে একটা সিরিয়াল কিলার ১০০-এর উপর শিশুকে রেইপ করে এসিডে চুবিয়ে 'নাই' করে দিয়েছিল। এই খুনির মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এসিডে চুবিয়ে। তখন আমার মনে হয়েছিল যে, এই বিচারক ঠিক করেছিলেন। এখন মনে হয় যে, তিনি অত্যাধিক লিনিয়েন্ট ছিলেন। এতই লিনিয়েন্ট যে, এখানে শাস্তির এসেন্সটাই হারিয়ে গেছে। আমি তার জায়গায় থাকলে এনশিওর করতাম যে, রেপিস্টকে মোট একশবার এসিড বার্ন সারভাইভ করতে হবে। রাষ্ট্র ও ডাক্তারদের দায়িত্ব তাকে বাঁচিয়ে রাখা। এরপরে তার মৃত্যুদণ্ড হবে। তার অপরাধের এসেন্স হলো শিশুদের 'হেল্পলেসনেস'। অপরাধীকেও কাছাকাছি পর্যায়ে হেল্পলেস ফিল করতে হবে। সে যদি জানে যে, এসিডে চুবে আমি মরে যাবো, আপনি তো তার শাস্তি থেকে 'হেল্পলেসনেস' নামক এলিমেন্টটাই নাই করে দিলেন। আপনি তাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, সে মারা যাবে।" বাংলাদেশের আইনে এই ধরনের শাস্তির বিধান না থাকলেও, কেন এগুলো উল্লেখ করেছেন, জানতে চাইলে ফাহাম আব্দুস সালাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বাংলাদেশে একটা ছেলে ৭ বছরের একটা মেয়েকে রেইপ করে মেরে ফেলেছে। একটা শিশু এক্সপেক্ট করে না যে, সে রেইপড হবে, সে রেইপ হওয়া কী এটাই জানে না এবং সে নিজেকে কোনোভাবেই ডিফেন্ড করতে পারে না। একজন এডাল্টকে রেইপ করা এবং শিশুকে রেইপ করা একই অপরাধ হতে পারে না। শিশুদের যারা রেইপ করে, তাদের ডিহিউম্যানাইজ করা একান্তই প্রয়োজন ও তাদেরকে সমাজের সিম্পল বায়োলজিক্যাল এজেন্ট হিসাবে দেখা উচিত। এখন চুরি-ডাকাতি আর শিশুকে রেইপ করাকে আপনি এক করতে পারেন না। এর জন্য এমন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যেটা ইউনিক। আমি বলছি না যে, তাকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। সিম্বলিক অর্থে হলেও মানুষকে সেটা বোঝাতে হবে। আর ভিকটিমের পরিবারকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এমন না যে, ভিকটিমের পরিবারের সামনেই ফাঁসি দিতে হবে। কিন্তু কোনো না কোনো ফরমেটে তাদের এই শাস্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, যেন সমাজে একটা বার্তা যায়, যে শাস্তি হয়েছে।" প্রান্ত নামে একজন ফেসবুকে লিখেছেন, "আপনিও জানেন, আমিও জানি, দেশের মানুষ জানে ধর্ষক কে? তারপরও ধর্ষককে পুলিশ প্রোটেকশন দিয়ে মাথায় হেলমেট পরিয়ে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট গায়ে পরিয়ে আদালতে নেওয়ার দরকারটা কী? এরপর কয়েকজন উকিল তার পক্ষে দাঁড়িয়ে নানাভাবে প্রমাণের চেষ্টা করবেন, তিনি ধর্ষণ করেননি। এভাবে কি শাস্তি হয়? ইসলামি বক্তা শায়খ আব্দুল্লাহ তার ফেরিফাইড ফেসবুক পেজে লিখেছেন, "৭ বছরের মেয়েও যাদের কাছে নিরাপদ না, মানুষ নয়, তারা নরপিশাচ। এই নৃশংসতার মাত্রা কমিয়ে আনার একমাত্র সমাধান শরিয়া আইন।" কমেন্টে গিয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন, "ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে যে সিস্টেম ধর্ষক তৈরি করেছে, সেই সিস্টেমকেও ভাঙার সময় এসেছে। ইসলামহীনতা, নৈতিকতার অবক্ষয়, বিকৃত রুচি, অবাধ যৌনতা, সাহিত্য ও বিনোদনের নামে যৌন-উস্কানি, পর্ন ইন্ডাস্ট্রি, সকল ক্ষেত্রে নারীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন এই ধরনের পাশবিক কাজের দুয়ার খুলে দিচ্ছে। মানসিক বিকৃতির পথ খুলে রেখে ধর্ষণ বন্ধের জন্য শুধু আইনের শাসনই যথেষ্ট নয়। উন্নত বিশ্বের আইন অত্যন্ত কঠিন, তারপরও নারীরা সেখানে নিরাপদ নয়। এর কারণ, সেখানেও মানসিক বিকৃতির দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত। তাই এই পাশবিক কর্মকাণ্ড বন্ধের জন্য অবাধ যৌনতার দরজা বন্ধ করতে হবে। এর পাশপাশি কঠোর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মূলত পর্নোগ্রাফি, অশালীন দৃশ্য ইত্যাদি দেখে বিকৃত রুচির পুরুষ উন্মাদ হয়ে ওঠে। এরপর সামনে যাকে পায়, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।" শরিয়া আইনই কি সমাধান? মধ্যপ্রাচ্যের যে-সব দেশে শরিয়া আইন চালু আছে, সেখানে কেন ধর্ষণ হচ্ছে? বাংলাদেশের নারীরা ওইসব দেশে কাজে গিয়ে কেন যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন? এবিষয়ে জানতে শায়খ আব্দুল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগর চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

এমন দাবি কেন উঠছে?

বাংলাদেশ মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যাডভোকেট এলিনা খান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের ক্ষোভ থেকেই এই ধরনের দাবি উঠছে। আসলে আমরা যদি দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে পারতাম, তাহলে কিন্তু কেউ এই দাবি তুলত না। অর্থাৎ দৃশ্যমান বিচারের শাস্তি কার্যকর না হওয়ায়

মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। কিন্তু যত ক্ষোভই থাকুক না কেন, প্রচলিত আইনের বাইরে গিয়ে বিচারের সুযোগ নেই। ফলে আমাদের বিচার ব্যবস্থার উপর মানুষের যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তা দূর করতে হবে।" জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক অধ্যাপক ডা. তাজুল ইসলাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "মানুষ আসলে এই দাবি করছে, বিচার না পাওয়ার জায়গা থেকে। এখন মানুষের এই দাবিকে আপনি ফেলে দিতে পারেন না। সরকারকে মানুষের মনের অবস্থা বুঝতে হবে। সেই জায়গা থেকে যদি দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে দেখবেন ভবিষ্যতে এই ধরনের দাবি কমে আসবে। যারা এগুলো লিখছেন, তারাও যে যথাযথ আইনের ভিত্তিতে বিচার চান না, তা কিন্তু নয়। তারা আইনের মাধ্যমে বিচার চান। সেটা হচ্ছে না বলেই মানুষ বিকল্পপথে দ্রুত বিচারের কথা বলছেন।"
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৩.০৫.২০২৬ রনি)

মার্কিন গ্রিন কার্ড চাইলে আগে ফিরতে হবে দেশে

গ্রিন কার্ডের নতুন নিয়ম। কার্ডের আবেদন এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে করতে হবে। ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যে-সব বিদেশি নাগরিক সাময়িকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন, তাদের গ্রিন কার্ডের আবেদন করতে হলে নিজের দেশে ফিরতে হবে। একমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছাড়া এই নিয়মের কোনো বিকল্প থাকবে না। মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থা ইউএসসিআইএস এমনটাই জানিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত পর্যটক, শিক্ষার্থী বা অস্থায়ী ভিসাধারীরা নির্দিষ্ট শর্তপূরণ সাপেক্ষে দেশের ভেতরে থেকেই গ্রিন কার্ডের আবেদন করতে পারতেন। ওয়াশিংটন পোস্টের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর যত গ্রিন কার্ড দেওয়া হয়, তার অর্ধেকেরও বেশি এই পদ্ধতিতে। ইউএসসিআইএস জানিয়েছে, অস্থায়ী ভিসায় আসা ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট সময় শেষে দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথা। তাদের সফর যেন গ্রিন কার্ড প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে ব্যবহৃত না হয়, সেটাই এই নিয়ম পরিবর্তনের উদ্দেশ্য। ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতি ক্রমশ কঠোর হচ্ছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৩.০৫.২০২৬ রনি)

চীনের কয়লা খনিতে বিস্ফোরণ, নিহত অন্তত ৯০

উত্তর চীনের একটি কয়লা খনিতে গ্যাস বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৯০ জন নিহত হয়েছেন। শনিবার চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া এই তথ্য জানিয়েছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ৭টায় শানসি প্রদেশের কিনইউয়ান কাউন্টির লিউশেনইউ কয়লা খনিতে এই বিস্ফোরণ ঘটে। সে সময় ভূগর্ভে কর্মরত ছিলেন ২৪৭ জন শ্রমিক। শনিবার ভোরের মধ্যে বেশিরভাগকেই জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে নয়জন এখনো নিখোঁজ, তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে। সিনহুয়া জানিয়েছে, খনিতে কার্বন মনোক্সাইডের মাত্রা বিপজ্জনক সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আটকে পড়াদের মধ্যে কেউ কেউ আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছিলেন। চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং উদ্ধার অভিযানে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার নির্দেশ দিয়েছেন এবং দুর্ঘটনার কারণ তদন্তে কঠোর জবাবদিহিতার আদেশ দিয়েছেন। গত কয়েক দশকে চীনে খনি নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও দুর্ঘটনা এখনো নিয়মিত ঘটনা। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৩.০৫.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

এক মাসের মধ্যে রামিসা হত্যাকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, রাজধানীর পল্লবীতে ৮ বছর বয়সি শিশু রামিসা আক্তারকে হত্যার ঘটনায় দায়ী সোহেল রানার সর্বোচ্চ শাস্তি আগামী এক মাসের মধ্যে নিশ্চিত করা হবে। শনিবার (২৩ মে) বিকেলে ময়মনসিংহের ত্রিশালের নজরুল মঞ্চে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান এবং নজরুল পুরস্কার-২০২৫ প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী মঞ্চে তিনি এ কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, শিশু ও নারী নির্যাতনের মতো জঘন্য অপরাধ কোনোভাবেই বর্তমান সরকার সহ্য করবে না। দ্রুততম সময়ে বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রামিসার হত্যাকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে, ইনশাল্লাহ। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের অপরাধ দমনে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

হাজার সিসি ক্যামেরায় নজরদারি, ঈদে ডিউটিতে অতিরিক্ত ৭ হাজার পুলিশ

দেশে পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্যাপিত হবে ২৮ মে। শুরু হয়েছে ঈদ উদ্যাপনের প্রস্তুতি। ২৫ মে থেকে ৭ দিনের সরকারি ছুটি শুরু হলেও, পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদ্যাপনে এরই মধ্যে রাজধানী ছাড়তে শুরু করেছেন ঘরমুখো মানুষ। একইসঙ্গে, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রাজধানীতে আসতে শুরু করেছে কোরবানির পশুবোঝাই গাড়ি। পাশাপাশি নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন ঈদযাত্রা নিশ্চিত করতে বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট, মহাসড়ক ও পশুর হাটে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি; মাঠে সক্রিয় পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি। সাধারণত ঈদ বা যে-কোনো জাতীয় উৎসব এলেই সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রতারক চক্র। ঈদুল আজহা ঘিরে এবারও ছিনতাইকারী, অজ্ঞান পার্টি, মলম পার্টি, টিকিট কালোবাজারি ও সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের সক্রিয় হয়ে ওঠার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে, এসব অপরাধ দমনে সক্রিয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পশুবাহী যানবাহনের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ ঘরমুখো মানুষের নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিতে রাজধানীসহ সারা দেশের নিরাপত্তায় সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। ঈদ ঘিরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও

নৌপুলিশ এরই মধ্যে বিশেষ নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট, মহাসড়ক, টোলপ্লাজা ও রাজধানীর প্রবেশমুখে অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন, চেকপোস্ট, সিসিটিভি মনিটরিং ও বিশেষ টহল কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

দিনাজপুরে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী ৩ যুবক নিহত

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে মোটরসাইকেল নিয়ে সড়ক পারাপারের সময় ট্রাকচাপায় তিন যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৩ মে) সকাল সাড়ে দশটার দিকে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের রাণীগঞ্জ বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- উপজেলার নুরপুর এলাকার মোশাররফ হোসেনের ছেলে আলামিন (১৫), মগলিশপুর এলাকার সলিমুদ্দিনের ছেলে সৈকত (১৬) ও আফসারাবাদ এলাকার সমেশ উদ্দিনের ছেলে কাইয়ুম (২০)। ঘোড়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায়, মোটরসাইকেলে আঞ্চলিক সড়ক থেকে রানীগঞ্জ বাজার বড়ো মসজিদের সামনে পাকা রাস্তার ওপর ওঠার সময় ট্রাকের ধাক্কায় তারা রাস্তার ওপর পড়ে যান। এসময় তাদের সামনে থাকা দিনাজপুরগামী একটি মালবাহী ট্রাক তাদের চাপা দিলে মোটরসাইকেলে থাকা একজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। বাকি দুইজনকে ঘোড়াঘাট (ওসমানপুর) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। জানতে চাইলে ঘোড়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, সকালে দিনাজপুর গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের এক মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তা পারাপারের সময় ট্রাকের চাপায় তিন যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আপত্তি না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তবে সড়ক পরিবহণ আইনে মামলার প্রস্তুতি চলছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

২৪ ঘণ্টায় ৩ কোটি ২৪ লাখ টাকার টোল আদায়

ঈদ যাত্রার আগেই ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে যানবাহন সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৪ হাজার ৯৬৬ যানবাহন পারাপার হয়েছে। এতে টোল আদায় হয়েছে ৩ কোটি ২৪ লাখ ৪৩ হাজার ৪০০ টাকা। শনিবার (২৩ মে) দুপুরে যমুনা সেতু সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকে শুক্রবার রাত ১২টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সেতুর উপরে ৩২ হাজার ৯৬৬ যানবাহন পারাপার হয়েছে। এরমধ্যে উত্তরবঙ্গগামী ১৮ হাজার ৮৫৯ যানবাহন পারাপার হয়েছে। এতে টোল আদায় হয়েছে ১ কোটি ৭০ লাখ ২১ হাজার ৪৫০ টাকা। অপরদিকে, ঢাকাগামী ১৬ হাজার ১০৭ যানবাহন পারাপার হয়েছে। এর বিপরীতে টোল আদায় ১ কোটি ৫৪ লাখ ১১ হাজার ৯৫০ টাকা। এ ব্যাপারে যমুনা সেতু সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন বলেন, ঈদ যাত্রায় যমুনা সেতুর দুই পাশ দিয়ে ৯টি করে মোট ১৮ বুথ দিয়ে যানবাহন পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে আলাদা করে দুইটি করে বুথ দিয়ে মোটার সাইকেল পারাপার হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

কুষ্টিয়ায় যাত্রীবাহী বাস উল্টে খাদে, নিহত ৩

কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের খোকসায় অর্ধশত যাত্রী নিয়ে একটি বাস খাদে পড়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ২০-২৫ জন। শনিবার (২৩ মে) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খোকসা শিয়ালডাঙ্গী মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। দুপুর ১২টা পর্যন্ত তিনজনের নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে। তবে, আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। চিকিৎসকরা বলছেন, নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ওবায়েদ জানান, তানহা পরিবহণের একটি বাস রাজবাড়ী থেকে কুষ্টিয়ার দিকে আসছিল। পথিমধ্যে খোকসা শিয়ালডাঙ্গী মসজিদের সামনে পৌঁছালে একটি ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষের উপক্রম হয়। পরে ভ্যান বাঁচাতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা বালুবাহী ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বাসটি খাদে পড়ে যায়। খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. আরিফুল হক বলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দু-জনের মরদেহ রয়েছে। আহত ২০ জনকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চারজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

৩০ কোটি ৬১ লাখ পাঠ্যবই ছাপাবে এনসিটিবি, খরচ ১৭০০ কোটি টাকা

আগামী ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে সারা দেশের প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যবই ছাপানোর কাজ শুরু করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এবার ৩০ কোটি ৬১ লাখেরও বেশি বই ছাপানো হবে। ৫৯৬টি লটে এসব বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহে দরপত্র আহ্বান করা হবে। এতে খরচ হবে এক হাজার ৭০০ কোটি টাকারও বেশি। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্র জানায়, ঈদের ছুটির পর জুনে ধাপে ধাপে পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণে দরপত্র আহ্বান করা হবে। দরপত্র মূল্যায়ন, চুক্তি শেষে আগস্ট থেকে ছাপাখানা মালিকরা বই ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ শুরু করবেন। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সব বই ছাপানো শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর উপজেলা পর্যায়ে বই সরবরাহ করা হবে। ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির জন্য এবার ২২ কোটি ১০ লাখ ৪১ হাজার ৪৯৩ কপি পাঠ্যবই ছাপানো হবে। ৪৫৬ লটে দরপত্র আহ্বান করা হবে। এর মধ্যে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে ৭৫ লট করে মোট ২২৫ লট। শুধু নবম-দশমে ১৮০ লট। এছাড়া, ইবতেদায়ি শ্রেণিতে ৩৬ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৬ লট

ব্রেইল বই ছাপানো হবে। মাধ্যমিক ও ইবতেদায়ির এসব বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহে ব্যয় হবে মোট ১ হাজার ২৫৪ কোটি টাকা। প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে ৮ কোটি ৫১ লাখ ৫৫ হাজার ১৭৮ কপি পাঠ্যবই ছাপানো হবে। এর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিকের বইয়ের সংখ্যা ৫৭ লাখ ৩০ হাজার ৬৪০ কপি। আর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য ছাপা হবে ৭ কোটি ৯৪ লাখ ২৪ হাজার ৫৩৮ কপি বই। মোট ১৪০ লটে এসব বই ছাপানোর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হবে। এর মধ্যে ১১০ লট প্রাথমিকের ও ৩০ লট হবে প্রাক-প্রাথমিকের বই। এসব বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহে সরকারের খরচ হবে ৪৬০ কোটি টাকা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

স্বস্তির ঈদযাত্রায় বাধা ছয় লেন প্রকল্প

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কটি ছয় লেনে উন্নীত করার কাজ আজও শেষ হয়নি। কবে নাগাদ শেষ হবে, তাও জানা নেই। এতে এবারও ঈদুল আজহায় ঘরমুখো মানুষের যাত্রায় ভোগান্তি সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কটি ছয় লেনে উন্নীত করার কাজ চলমান। কাজটি নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর থেকে শুরু হয়ে নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় গিয়ে শেষ হবে। পুরো প্রকল্পটি প্রায় ২০৯ কিলোমিটার সড়কজুড়ে বাস্তবায়িত হওয়ার কথা রয়েছে। তবে, কাজের ধীরগতিই মানুষকে নাজেহাল করে তুলছে। সড়কটিতে নিয়মিত যাতায়াত করা চালক ও যাত্রীরা জানান, সড়কের নির্মাণকাজ চলায় যানবাহনকে নিয়মিত ধীরগতিতে পারাপার হতে হয়। ফলে সড়কটিতে যানজট নিত্যদিনের দৃশ্য। এর প্রভাব পড়ছে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে। বিশেষ করে, মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে যানবাহনের ধীরগতির অন্যতম কারণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে সড়কের কাজের নির্মাণসামগ্রী আনা-নেওয়ায় ব্যবহৃত ভারী যানবাহন। গাড়ি থেকে মালামাল লোড-আনলোড করা এবং গাড়ি থামিয়ে রাখায় যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। রূপগঞ্জের ভুলতা, গাউছিয়া ও এর আশপাশের বেশিরভাগ অংশে বড়ো বড়ো খানাখন্দও যানজটের কারণ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১০

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার (২৩ মে) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ উপ-পুলিশ কমিশনার এন এম নাসিরুদ্দিন এ তথ্য জানান। যাত্রাবাড়ী থানার বরাত দিয়ে এন এম নাসিরুদ্দিন বলেন, শুক্রবার (২২ মে) যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ সংলগ্ন থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১০ জনকে গ্রেফতার করে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

দেশীয় খামারিদের স্বার্থ রক্ষায় সীমান্তে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, দেশীয় খামারিদের স্বার্থ রক্ষায় সীমান্তে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে অবৈধভাবে গবাদিপশু প্রবেশ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শনিবার (২৩ মে) রাজধানীর গাবতলী পশুর পশুর হাট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় সবাইকে বৈধ উৎস থেকে আসা কোরবানির পশু কেনার আহ্বান জানান প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, কোরবানি দেওয়া হয় আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য। কোরবানি যাতে সহিহভাবে ও হালাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। তবে অবৈধ বা চোরাইপথে আসা পশু কোরবানির উপযোগিতা সম্পর্কে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ও মুফতিরাই সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

জাতিসংঘের এফএও জাদুঘরে স্থান পেলো বাংলাদেশি জামদানি

ইতালির রোমে অবস্থিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সদর দপ্তরের জাদুঘরে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়ি, পাঞ্জাবি ও পাজামা প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শনিবার (২৩ মে) রোমের বাংলাদেশ দূতাবাসের বরাত দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে। মন্ত্রণালয় জানায়, রোমের বাংলাদেশ দূতাবাসের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই ঐতিহ্যবাহী পোশাকগুলো এফএও জাদুঘরে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশি জামদানি শাড়ি জাদুঘরের 'ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইনোভেশন' কক্ষে স্থায়ীভাবে এবং পাঞ্জাবি ও পাজামা পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রদর্শিত হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

উত্তরায় আড়াই মাসের ব্যবধানে ফের গার্মেন্টস ব্যবসায়ীর বাড়িতে গুলি

রাজধানীর উত্তরায় গার্মেন্টস ব্যবসায়ী আবুল কাশেমের বাড়িতে আড়াই মাসের ব্যবধানে ফের গুলি ছুড়েছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার (২২ মে) রাত পৌনে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে কী কারণে গুলির ঘটনা ঘটে, তা জানা যায়নি। উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করেছে। এর আগে, যেভাবে মোটরসাইকেলে এসে গুলি করেছিল, একইভাবে এবারও গুলি করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে তিন রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

৪ বছর পর মামলার চার্জশিট, অভিযুক্ত দুই চীনা নাগরিকসহ ১২ জন

২০২২ সালের ১৫ আগস্ট বিকেল ৪টার ঘটনা। বৌভাতের অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে রাজধানীর উত্তরায় বিআরটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন অংশ থেকে কংক্রিটের গার্ডার পড়ে একই পরিবারের পাঁচজন নিহত হন। এ ঘটনায় আদালতে অভিযোগপত্র দিয়েছে পুলিশ। এতে দুই চীনা নাগরিকসহ ১২ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তদন্তে উঠে আসে অনুমতি ছাড়া সরকারি ছুটির দিন কাজ করা, নিরাপত্তা বিধি অমান্য ও দায়িত্বে অবহেলার তথ্য। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার পরিদর্শক মুনিরুজ্জামান গত ৩০ এপ্রিল এই অভিযোগপত্র ঢাকার আদালতে দাখিল করেন। মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ৩০ জুন দিন ধার্য করেন ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম জাকির হোসাইনের আদালত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

কাভার্ড ভ্যানে তল্লাশি, অভিনব কায়দায় লুকানো ২৩ হাজার ইয়াবা জব্দ

চট্টগ্রাম নগরে একটি কাভার্ড ভ্যানে তল্লাশি চালিয়ে অভিনব কায়দায় লুকানো ২৩ হাজার ৬৬০ ইয়াবা খুঁজে পেয়েছে র্যাব-৭। এ ঘটনায় ভ্যানটি জব্দ এবং এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার (২২ মে) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে কর্ণফুলি থানার ফকিরনীর হাটের শাহ মোহছেন আউলিয়া (র.) এলাকায় অস্থায়ী চেকপোস্ট বসিয়ে এ তল্লাশি চালানো হয়। র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে, কক্সবাজার থেকে কাভার্ড ভ্যানে করে ইয়াবার চালান চট্টগ্রাম শহরের দিকে আনা হচ্ছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে বাঁশখালী-আনোয়ারা-চট্টগ্রাম সড়কে সন্দেহভাজন ভ্যানটি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির এক পর্যায়ে গাড়িটির পেছনের অংশের নিচে বিশেষ কৌশলে তৈরি লোহার চেম্বার থেকে কালো স্কচটেপে মোড়ানো অবস্থায় ইয়াবা জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় ভ্যানের চালক নাজমুল হককে (৩৭) আটক করা হয়। তার বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

সচিবের সই ছাড়াই ফাইল অনুমোদন করেছিলেন সাবেক উপদেষ্টা আসিফ

অন্তবর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া সচিবের সই ছাড়াই জোর করে ফাইল অনুমোদন করেছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তিনি বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব রয়েছেন। শনিবার (২৩ মে) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ অভিযোগ করেন। পিরোজপুরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও দুর্নীতির বিষয়টি তদন্ত কমিটি করা হবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, "একটা ফাইল আমার নোটিশে এসেছে। অন্তবর্তী সরকারের সময় একজন উপদেষ্টা (আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া) সচিবের সই ছাড়াই জোর করে ফাইল নিয়েছেন, নিজে সই করে অনুমোদন দিয়েছেন। এরাও এই তদন্তের মধ্যে আসবে, যেটি একদম রুলস অব প্রসিডিউর, রুলস অব বিজনেসের পরিপন্থি। কারণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিবের সই ব্যতিরেকে কখনই মন্ত্রী একটি ফাইল অনুমোদন দিতে পারে না। এটি কখনই আইনে রুলস অব প্রসিডিউরে এবং রুলস অব বিজনেসে নেই।" প্রতিমন্ত্রী জানান, পিরোজপুর জেলায় বিগত ১৮ মাস ধরে বন্ধ থাকা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

বন্ধ কারখানা চালু-অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে ৬০ হাজার কোটি টাকার তহবিল

বন্ধ শিল্পকারখানা পুনরায় চালুসহ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে ৬০ হাজার কোটি টাকার বিশাল পুনঃঅর্থায়ন ও সহায়তা তহবিল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মাধ্যমে ২৫ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করছে সংস্থাটি। শনিবার (২৩ মে) রাজধানীর মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান। তিনি জানান, গত তিন বছরে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে কমেছে। আগে যেখানে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৫ দশমিক ৮ শতাংশ, পরে তা ৪ দশমিক ২ শতাংশে নেমে আসে। বর্তমানে এটি ৩ দশমিক ৭ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, স্টিল, সিরামিক, তথ্যপ্রযুক্তি ও উৎপাদন খাতে বড়ো ধরনের ধাক্কা লেগেছে। গভর্নর বলেন, ব্যাংক খাতে চাপ বেড়েছে, খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থপাচারের ঘটনা ঘটেছে ও আমানতকারীদের আস্থা কমে গেছে। উচ্চ সুদের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারাও ব্যবসা সম্প্রসারণে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এ বিশেষ স্কিম নেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

হাম ও হামের উপসর্গে মৃত্যু ৫০০ ছাড়ালো

দেশে হাম ও হাম রোগের উপসর্গ নিয়ে আরও ১৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫১২ জনে। শনিবার (২৩ মে) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। শুক্রবার (২২ মে) সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেশের হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। নতুন মারা যাওয়া ১৩ জনের মধ্যে একজন নিশ্চিত হামে মারা গেছে। বাকি ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে হামের উপসর্গে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৮৬ জনের প্রাণ গেছে। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে প্রাণহানির সংখ্যা ৪২৬। এছাড়া,

১৫ মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছে আট হাজার ৪৯৪ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা ৬২ হাজার ৫০৭। উল্লিখিত সময়ে হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৪৯ হাজার ৩৮৯ জনকে এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৪৫ হাজার ১১ জন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

এর চেয়ে আমাকে ক্রসফায়ারে দিয়ে মেরে ফেলেন

রাজধানীর বাড্ডা থানার একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার দেখানোর শুনানিতে আদালতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের মেয়ে খাদিজা ইয়াসমিন বিথী। শুনানিকালে তিনি আদালতকে বলেন, "এর চেয়ে আমাকে ক্রসফায়ারে দিয়ে মেরে ফেলেন।" শনিবার (২৩ মে) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম পুলিশের আবেদনের পর বিথীকে গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আমিনুর রহমান গত ১৫ মে বিথিকে সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন। আদালত পরে আসামির উপস্থিতিতে শুনানির জন্য ২৩ মে দিন ধার্য করেন। এদিন কারাগার থেকে বিথীকে আদালতে হাজির করা হলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন তাকে মামলায় গ্রেফতার দেখানোর পক্ষে শুনানি করেন। তিনি আদালতকে জানান, মামলার ঘটনার সঙ্গে বিথীর সম্পৃক্ততার অভিযোগ থাকায় তদন্ত কর্মকর্তা তাকে গ্রেফতারের আবেদন করেন। শুনানির একসপর্যায়ে আদালতের অনুমতি নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন বিথী। তিনি বলেন, "আমার একটা ছোটো মেয়ে আছে। বারবার মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত না। শুধু বাবার পরিচয়ের কারণেই আমাকে বিভিন্ন মামলায় জড়ানো হচ্ছে।" তিনি আরও বলেন, আমি আগে একটি মামলায় জামিন পেয়েছিলাম। পরে আবার নতুন মামলা দেওয়া হয়েছে। কেন বারবার এভাবে মামলায় জড়ানো হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। গ্রেফতারের ঘটনাও আদালতে তুলে ধরেন বিথী। তার ভাষ্য, বাবাকে দেখতে কারাগারে গেলে সেখান থেকেই তাকে আটক করা হয়। তিনি দাবি করেন, জুলাইয়ের আন্দোলনের সময় তিনি পার্টটাইম কাজের জন্য সিলেটে অবস্থান করছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

৬ পুলিশ সদস্যকে কান ধরে ওঠবস করালেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা

নরসিংদীর চরাঞ্চলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হামলার শিকার হয়েছেন পুলিশের সদস্যরা। এ সময় সাদা পোশাকে থাকা ছয় পুলিশ সদস্যকে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে লাঞ্ছিত করা হয়। পরে কান ধরে ওঠবস করে মাফ চাওয়ার পর তারা মুক্তি পান বলে জানা গেছে। হামলার শিকার পুলিশ সদস্যরা সবাই নরসিংদী সদর মডেল থানায় কর্মরত। এছাড়া এ ঘটনার পর পুলিশ, র‍্যাব ও ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ৮০ সদস্যের একটি দল অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতাররা হলেন- আলোকবালী ইউনিয়নের বাখননগর বীরগাঁও ও সাতপাড়া এলাকার তাহসি বেগম, খোরশেদ মিয়া, রহিম মিয়া ও সোহাগী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করবে বাংলাদেশ

দেশের সমুদ্রসীমায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে নতুন গতি আনতে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর (আইওসি) জন্য অফশোর বিডিং রাউন্ড-২০২৬ ঘোষণা করবে সরকার। এর আওতায় মোট ২৬টি অফশোর ব্লকে অনুসন্ধানের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ১১টি অগভীর সমুদ্র (শ্যালো সি) ব্লক এবং ১৫টি গভীর সমুদ্র (ডিপ সি) ব্লক রয়েছে। শনিবার (২৩ মে) দুপুরে পেট্রোবাংলা সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। সূত্রে জানা যায়, সফল দরদাতাদের সঙ্গে বাংলাদেশ অফশোর মডেল প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (এমপিএসসি) ২০২৬ অনুযায়ী চুক্তি সই করা হবে। এককভাবে কিংবা যৌথ উদ্যোগে কোম্পানিগুলো এক বা একাধিক ব্লকের জন্য দরপত্র জমা দিতে পারবে। আজ রাত ১২টায় পেট্রোবাংলার ওয়েবসাইটে দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

৬৮৯ কোটি টাকার ইউরিয়া-ডিএপি সার কিনছে সরকার

দেশের কৃষি খাতে সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রায় ৬৮৯ কোটি টাকার সার কেনার দুটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। শনিবার (২৩ মে) সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে কমিটির বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য কর্ণফুলি সার কারখানা লিমিটেড (কাফকো) থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হবে ২৫৪ কোটি ৫২ লাখ ৬৬ হাজার ৫৬২ টাকা ৫০ পয়সা। প্রতি মেট্রিক টন ইউরিয়া সারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৮৮ দশমিক ৩৭৫ মার্কিন ডলার। যার মধ্যে এফওবি (ফ্রেইট অন বোর্ড) মূল্য ৬৮৩ দশমিক ৩৭৫ ডলার এবং ব্যাগেজ চার্জ ৫ ডলার। এ কেনার জন্য সুপারিশ করা দরদাতা হলো কাফকো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

রামিসাকে ধর্ষণের ডিএনএ রিপোর্ট হস্তান্তর করেছে সিআইডি

রাজধানীর পল্লবীতে চাঞ্চল্যকর শিশু রামিসা আক্তারকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় ডিএনএ, ময়নাতদন্ত ও ভিসেরা রিপোর্ট হাতে পেয়েছেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফরেনসিক ইউনিট থেকে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পল্লবী থানার এসআই অহিদুজ্জামান ভুঁইয়া নিপুন এসব গুরুত্বপূর্ণ ফরেনসিক রিপোর্ট

সংগ্রহ করেছেন। শনিবার (২৩ মে) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ডিএনএ, ময়নাতদন্ত ও ভিসেরা রিপোর্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সিআইডির পক্ষ থেকে সব ফরেনসিক রিপোর্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত সূত্রে জানা গেছে, গুরুত্বপূর্ণ এসব ফরেনসিক রিপোর্ট পাওয়ার পর মামলার তদন্ত কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। রিপোর্ট হাতে আসায় এখন অভিযোগপত্র (চার্জশিট) প্রস্তুতের কাজ চলছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামীকাল রোববার (২৪ মে) আদালতে এ মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করা হতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

রোহিঙ্গা সংকট নিরসন ও শান্তিরক্ষা মিশনে সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সহযোগিতা আরও জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। শনিবার (২৩ মে) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী ক্যারল ফ্লোর-স্মেরেজনাইকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি এ আহ্বান জানান। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি, রোহিঙ্গা সংকট, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পুলিশের অংশগ্রহণ, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই অভিবাসনে বিশ্বাসী। তবে দীর্ঘমেয়াদি রোহিঙ্গা সংকট এখন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠছে। তিনি এ সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘের ছায়াতলে আরও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সমর্থন ও বৈশ্বিক তহবিলের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

হাম সংক্রমণ কমলেও টিকাদান বন্ধ হবে না : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

দেশে হাম নির্মুলে টিকার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, বিশেষ ক্যাম্পেইনের মেয়াদ ২০ মে শেষ হলেও, টিকাদান কার্যক্রম কোনোভাবেই বন্ধ হবে না। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজের (আইএফআরসি) পক্ষ থেকে দেওয়া জরুরি স্বাস্থ্যসামগ্রী আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ কোটি ৮০ লাখ ১৫ হাজার ৬৪ শিশুকে টিকার আওতায় আনা। এরই মধ্যে ২০ মে পর্যন্ত আমরা ১ কোটি ৮৪ লাখ ৩১ হাজার ১৪৯ শিশুকে টিকা দিয়েছি। এটি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২ শতাংশ বেশি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

রামিসা হত্যা মামলার বিচার দ্রুত শেষ করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

রামিসা হত্যা মামলার বিচার দ্রুত সম্পন্ন করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। শনিবার (২৩ মে) রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত 'আইনগত সহায়তায় সমন্বিত উদ্যোগ, দায়িত্ব ও বাস্তবায়ন কৌশল' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কর্মশালার আয়োজন করে বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর এবং ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন ও আইনি সুরক্ষা কর্মসূচি। রামিসা হত্যা মামলার চার্জশিট দাখিলের পর বিচার শেষ করতে কতদিন সময় লাগতে পারে- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, মাগুরার আছিয়া হত্যা মামলায় চার্জশিট দাখিলের পর বিচার শেষ করতে এক মাস সময় লেগেছিল। এছাড়া, ১৯৪৮ সালের মুলুক চাঁদ মামলার উদাহরণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সে মামলায় একদিনেই বিচারকাজ সম্পন্ন হয়েছিল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

বগুড়ার হাটে হাটে 'হাসিল সন্ত্রাস'

কোরবানির ঈদ সামনে রেখে বগুড়ার পশুর হাটগুলোতে এখন চলছে কোটি টাকার বাণিজ্য। জেলার ছোট-বড়ো অর্ধশতাধিক হাটে জমে উঠেছে পশু কেনা-বেচা। তবে এ ব্যস্ততার মধ্যেই ক্রেতা-বিক্রেতাদের নতুন ভোগান্তির নাম হয়ে উঠেছে 'হাসিল সন্ত্রাস'। সরকার নির্ধারিত হার তোয়াক্কা না করে গরু ও ছাগলপ্রতি অতিরিক্ত হাসিল আদায়ের অভিযোগ উঠেছে জেলার প্রায় সব বড়ো পশুর হাটে। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী, পশুর হাটে হাসিল আদায়ের হার নির্ধারিত। স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী গরু, মহিষ ও বড়ো পশুর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং ছাগল-ভেড়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে কম হারে হাসিল আদায়ের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে বগুড়ার বিভিন্ন হাটে নির্ধারিত হারকে অনেকটাই অগ্রাহ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের। শনিবার (২৩ মে) বিকেলে বগুড়া সদর উপজেলার সাবগ্রাম পশুর হাটে গিয়ে দেখা যায়, প্রতি গরু বিক্রিতে ক্রেতার কাছ থেকে ১ হাজার টাকা এবং বিক্রেতার কাছ থেকে ২০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ একটি গরুতেই মোট ১ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। অথচ সরকার নির্ধারিত হারের তুলনায় এটি কয়েকশ টাকা বেশি বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ছাগলের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। প্রতি ছাগলে ক্রেতার কাছ থেকে ৫০০ টাকা এবং বিক্রেতার কাছ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

কোন ফাইলে অনিয়ম হয়েছে প্রকাশ করুন, আসিফ মাহমুদের চ্যালেঞ্জ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কোনো ফাইলে অনিয়ম হয়ে থাকলে, তা প্রকাশ করতে বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন অন্তবর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপদেষ্টা

ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। শনিবার (২৩ মে) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লাইভে এসে তিনি এ চ্যালেঞ্জ জানান। স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আসিফ মাহমুদ নিজের অবস্থান তুলে ধরে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, কোনো ফাইলে অনিয়ম হয়ে থাকলে, তা নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করা হোক এবং প্রমাণ উপস্থাপন করা হোক। লাইভে আসিফ মাহমুদ বলেন, প্রতিমন্ত্রী যে অভিযোগটি এনেছেন, তার স্পষ্টতা প্রয়োজন। তিনি যেন সুনির্দিষ্ট ফাইলটি জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন, কোনো অনিয়ম হয়ে থাকলে জনগণের তা জানার অধিকার রয়েছে। তবে সচিব যদি বিদেশে থাকার কারণে বা অন্য কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকেন, তখন জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেটিও মন্ত্রী/উপদেষ্টার অনুমোদনেই হয়। সেরকম কিছু হয়ে থাকলে, তো আইনের ব্যত্যয় নেই। প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম অভিযোগ করেছেন, অন্তবর্তী সরকারের সময় একটি প্রকল্পে সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া সচিবের সই ছাড়াই ফাইল অনুমোদন করেছেন। তিনি বলেন, ২০০৯ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে ৬০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

রামিসা হত্যা মামলায় বিশেষ পিপি নিয়োগ

রাজধানীর পল্লবীতে শিশু রামিসা আক্তার হত্যা মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঢাকার মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালে বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর (স্পেশাল পিপি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। শনিবার (২৩ মে) জারি করা এ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, পল্লবী থানার মামলা নং-৩৫, তারিখ ২০ মার্চ ২০২৬, যা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ৯(২)/৩০ ধারা এবং দণ্ডবিধির ২০১ ধারায় বিচারাধীন রয়েছে। ওই মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনার স্বার্থে আজিজুর রহমান দুলুকে বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, 'দ্য কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর ১৮৯৮' এর ৪৯২ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনস্বার্থে এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ডেপুটি সলিসিটর (জিপি-পিপি) মো. রফিকুল ইসলামের সই করা আদেশে উল্লেখ করা হয়, প্রজ্ঞাপনটি অবিলম্বে কার্যকর হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অনুলিপি পাঠানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন মারা গেছেন

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। শনিবার (২৩ মে) সন্ধ্যা ৬টার দিকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোতাহার হোসেন সাজু এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি, সাবেক সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং বার কাউন্সিলের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

অরাজকতা সৃষ্টিকারীরা তলে তলে ৫ আগস্টে বিতাড়িতদের সঙ্গে লিয়াজোঁ করছে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, এখন যারা অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তারা ৫ আগস্টের বিতাড়িতদের সঙ্গে তলে তলে লিয়াজোঁ করছে। শনিবার ময়মনসিংহের ত্রিশালে খাল খনন উদ্বোধন শেষে এক সুধী সমাবেশে তিনি এ অভিযোগ করেন। এর আগে, ত্রিশালে ধরার খাল পুনঃখনন কাজ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, আগামী জুলাই মাস থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস ও ব্যাগ দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। আইনের দৃষ্টিতে কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। যারা রাস্তাঘাট বন্ধ করে আগুন দিচ্ছে, তারা আইনের শাসনকে বাধাগ্রস্ত করতে চাইছে। যারা সঠিক বিচারকে এবং মানুষের কল্যাণমূলক কাজকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে তাদের ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

ত্রিশালে বাবার খনন করা খাল পুনঃখনন উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

৪৭ বছর পর বাবার খনন করা 'ধরার খাল' পুনঃখননের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার নির্ধারিত সময় দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার বৈলর ইউনিয়নের দরিরামপুর (দরিয়ারপুর) গ্রামে তিনি পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশব্যাপী খাল খনন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ত্রিশালের এই খালটির খনন কার্যক্রমের সূচনা করেছিলেন। ওই সময় যে খালের মাটিতে কোদাল ছুঁয়েছিলেন বাবা জিয়াউর রহমান, দুই দশক পর আজ ঠিক একই স্থানে দাঁড়িয়ে সেই খালের পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করলেন ছেলে তারেক রহমান। খাল পুনঃখননের ফলক উন্মোচন ও কার্যক্রমের উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় জনতার মুখোমুখি হন। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা আনন্দ প্রকাশ করেন। খাল খনন উদ্বোধন

শেষে তিনি সেখানে বক্তব্য রাখবেন। এর আগে, সকাল থেকে দরিরামপুর এলাকায় খাল খননের পাশের মঞ্চের হাজার হাজার জনতা উপস্থিত হন। কর্মসূচি শেষে প্রধানমন্ত্রী ত্রিশালের নজরুল অ্যাকাডেমি ডাক বাংলোতে অবস্থান করবেন। সেখানে বিশ্রাম নিয়ে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তীর তিনদিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

রামিসা হত্যা মামলার বিচার শুরু ঈদের পর : আইনমন্ত্রী

রাজধানীর পল্লবীতে সাত বছর বয়সি শিক্ষার্থী রামিসা আক্তারকে ধর্ষণ ও হত্যা মামলার ডিএনএ রিপোর্ট আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাওয়া গেলে পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগেই আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। শনিবার তিনি এ কথা বলেন। আইনমন্ত্রী বলেন, "রামিসা হত্যা মামলার চার্জশিট যতদ্রুত সম্ভব আমরা দাখিল করে মামলার নিষ্পত্তি করবো। রামিসার ডিএনএ আসতে ৭২ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না।" তিনি বলেন, "ডিএনএ টেস্ট না করে চার্জশিট দিলে বড়ো ধরনের ভুল হতে পারে। ট্রায়াল শুরুর জন্য যত ধরনের প্রক্রিয়া রয়েছে, তা সব ঈদের আগে শেষ করা হবে। আর ঈদের পর বিচার শুরু করতে সব সহায়তা দেওয়া হবে।" তিনি আরও বলেন, "নেত্রকোণার মেঘলার ঘটনায় যত ধরনের বিচারিক প্রক্রিয়া দরকার, সব গ্রহণ করা হচ্ছে। শিশু ধর্ষণে উচ্চ আদালতের পেপারবুক তৈরিতে বিশেষ অনুমতি নেওয়ার অনুরোধ করা হবে।"
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

তোমরা বন্দুক-কামান নিয়ে আসলে আমরা ইট-পাটকেল হাতে নেব না : আসিফ মাহমুদ

তোমরা বন্দুক আর কামান নিয়ে আসলে আমরা ইট-পাটকেল হাতে নেব না বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্টে এ কথা বলেন তিনি। পোস্টে আসিফ মাহমুদ বলেন, কনটেক্সট না বুঝে কিংবা না বুঝতে চেয়ে, বক্তব্যকে টুইস্ট করে জুলাইকে স্রেফ সন্ত্রাস আকারে হাজির করার আওয়ামী বয়ানের রাজনীতিটা কারা কারা করলো চিনে রাখা গেল। আমাদের আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ মন্তব্য করে এনসিপির মুখপাত্র বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রায় সকল গণ-অভ্যুত্থান, বিপ্লবের ইতিহাস রেজিস্ট্যান্সের ইতিহাস। আমাদের কর্মসূচি ছিল অসহযোগ। তোমরা বন্দুক আর কামান নিয়ে আসলে, আমরা ইট-পাটকেল হাতে নেব না? (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

রামিসা হত্যাকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে : প্রধানমন্ত্রী

আগামী এক মাসের মধ্যে রামিসা হত্যাকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার বিকালে ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকীর জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, "সবচেয়ে যেটি বড়ো ক্ষতি হয়েছে, বিশেষ করে বিতাড়িত ফ্যাসিবাদের সময়ে মানবতা, মানবিকতা এবং দেশের আবহমান কালের ধর্মীয় সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে একেবারেই বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ঢাকার মিরপুরে একটি নিষ্পাপ মেয়ের নির্মম মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের মানবিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ মিলেছে। তিনি বলেন, "এই বিষয়ে আজকের অনুষ্ঠানে আমি পরিস্কারভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। এই ধরনের শিশু নির্যাতন বা নারী নির্যাতন বর্তমান সরকার কোনোভাবেই মেনে নেবে না। বর্তমান সরকার রামিসার এই হত্যাকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি ইনশাল্লাহ আগামী এক মাসের মধ্যেই নিশ্চিত করবে। সেই সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। প্রধানমন্ত্রী এই সর্বোচ্চ শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, "যাতে করে ভবিষ্যতে কোনো ব্যক্তি, মানুষ এভাবে শিশু বা নারী নির্যাতন করার সাহস না পায়।" তিনি বলেন, "একটি নিরাপদ ও মানবিক রাষ্ট্র এবং সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদেরকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে।" "একইসঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনে পুনরায় বাংলাদেশের আবহমান কালের ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও কর্ম প্রাসঙ্গিক।" রামিসার হত্যাকাণ্ডের পরপর গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রামিসার পল্লবীর বাসায় গিয়ে তার শোকাতুর বাবা ও বড়ো বোনের সাথে দেখা করেন এবং তাদের এই হত্যার বিচার দ্রুত করার কথা বলেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিশ

প্রধানমন্ত্রী ও তার কন্যাকে নিয়ে কটূক্তি ও মানহানিকর বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ময়মনসিংহ জজ কোর্টের অ্যাডভোকেট এবং দুদকের পিপি একে এম আজিজুল হক খান এই নোটিশ প্রদান করেন। শনিবার দৈনিক ইত্তেফাককে তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এছাড়াও একেএম আজিজুল হক খান তার ফেসবুক প্রোফাইলে লিগ্যাল নোটিশটি স্ট্যাটাস আকারে প্রকাশ করেন। লিগ্যাল নোটিশে উল্লেখ করা হয়- প্রাপক, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এনসিপি নেতা। আপনাকে, এই মর্মে লিগ্যাল নোটিশের মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে যে, আপনি সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার কন্যা জায়মা রহমানকে নিয়ে কটূক্তি করে মানহানিকর বক্তব্য দিয়ে দেশের কোটি কোটি মানুষের মনে আঘাত করেছেন, তাতে আমিও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছি। এতে আরও বলা হয়, কেন আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হবে না, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তার ব্যাখ্যা

লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দিতে অনুরোধ করছি। অন্যথায়, আপনার বিরুদ্ধে আদালতে আইনের আশ্রয় নেওয়া হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

চব্বিশের আন্দোলনে শহিদদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেবো না : মির্জা ফখরুল

চব্বিশের আন্দোলনে শহিদদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়তে যারা চব্বিশের আন্দোলনে রক্ত ও প্রাণ দিয়েছে, তাদের এই আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেবো না। শনিবার বিকেলে আইইবির ৭৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, সংবর্ধনা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত প্রকৌশলীদের একটি বৈষম্যহীন এবং দুর্নীতিমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়ার কারিগর হওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, প্রকৌশলীদের ওপর জনগণের অনেক আশা ও ভরসা রয়েছে। দেশের উন্নয়নের জন্য তাদের সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বিগত সরকারের আমলের দুর্নীতির উদাহরণ দিয়ে বলেন, পিরোজপুর জেলায় এলজিইডি থেকে প্রায় ৩ হাজর ৫০০ কোটি টাকা লোপাট হয়েছে, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। তাই প্রকৌশলীদের এ ধরনের লুটপাট বন্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম। এ সময়ে কেউ ভুল করলে জাতি কাউকে ক্ষমা করবে না বলেও হুঁশিয়ারি করেন তিনি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

মায়ের স্মৃতিবিজড়িত ছবি নিলেন তারেক রহমান

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ময়মনসিংহের ত্রিশালে যাওয়ার পথে ভালুকায় গাড়িবহর থামিয়ে এক নারীর কাছ থেকে বেগম খালেদা জিয়ার স্মৃতিবিজড়িত একটি ফ্রেমবন্দি ছবি উপহার হিসেবে গ্রহণ করেছেন তারেক রহমান। শনিবার দুপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভালুকা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সড়কের দুই পাশে অবস্থান নিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানান। স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুর সোয়া ১টার দিকে তারেক রহমানের গাড়িবহর ভালুকা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে নেতা-কর্মীরা তাকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি গাড়ি থেকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছার জবাব দেন। এ সময় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় যত্ন করে ফ্রেমে বাঁধানো খালেদা জিয়ার একটি ছবি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক নারী। বিষয়টি নজরে এলে তাকে কাছে ডাকেন তারেক রহমান এবং গাড়ির দরজা খুলে ছবিটি উপহার হিসেবে গ্রহণ করেন। ছবিটি উপহার দেওয়া নারীর নাম সুলতানা রাজিয়া মলি। তিনি ভালুকা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মরহুম আবুল হাশেমের ভাতিজি এবং মরহুম আব্দুল হাইয়ের মেয়ে। তার চাচা মো. মাইন উদ্দিন বর্তমানে ভালুকা প্রেস ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। সাক্ষাতের অনুভূতি জানিয়ে মলি বলেন, তিনি ছোটোবেলায় ভালুকা ডিগ্রি কলেজ মাঠে এক জনসভায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। সে সময় তোলা একটি ছবি দীর্ঘদিন ধরে যত্ন করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। তারেক রহমান ভালুকা হয়ে ত্রিশালে যাবেন জানতে পেরে তিনি ও তার দুই বোন আগে থেকেই বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বলেন, "আমার আশা ছিল অন্তত এক মিনিট উনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব। অবশেষে সেই সুযোগ হয়েছে। তিনি গাড়ি থামিয়ে আমাকে বাসের ভেতরে ডেকে নেন।" মলি আরো জানান, তিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে তোলা সেই পুরোনো ছবিটি তারেক রহমানের হাতে তুলে দিয়েছেন। এ সময় তিনি তার পরিবারের খোঁজ-খবর নেন এবং পরে পরিবারের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও আশ্বাস দেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

দেশে ৫ মাসে ১১৮ শিশু ধর্ষণের শিকার : আইন ও সালিশ কেন্দ্র

দেশে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে শিশু ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা। সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক এমন ঘটনায় শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের গত সাড়ে চার মাসে সারা দেশে অন্তত ১১৮ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে শুধু গত দুই সপ্তাহেই ধর্ষণের পর অন্তত চার শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এসব ঘটনায় শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্লেষকদের মতে, রাজনৈতিক দলগুলোর জবাবদিহি ও কার্যকর উদ্যোগ ছাড়া শিশুদের ওপর সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা কমানো সম্ভব নয়। তারা বলছেন, শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শুধু আইন-শৃঙ্খলার বিষয় নয়, এটি সমাজের নৈতিক ভিত্তি ও মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। এ পরিস্থিতিতে শিশু সুরক্ষায় পৃথক কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছেন তারা। পাশাপাশি কেবল বিচারিক প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ না থেকে ধর্ষকদের সামাজিকভাবেও চিহ্নিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন বিশ্লেষকরা। সংবিধানের ২৮ ও ৩২ অনুচ্ছেদে শিশুদের জীবন, নিরাপত্তা ও মর্যাদার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় শিশু নীতিতে শিশুদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা ও বৈষম্যহীন বিকাশকে রাষ্ট্রের অঙ্গীকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একইসঙ্গে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিকভাবেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাংলাদেশ। তবে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান দেশে শিশু নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছে। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ২০ মে পর্যন্ত সারা দেশে অন্তত ১১৮ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এছাড়া, ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে আরও অন্তত ৪৬ শিশু। একই সময়ে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে অন্তত ১৭ শিশুকে। প্রতিটি ঘটনাই একটি শৈশবের নির্মম অবসান, একটি পরিবারের অসহনীয় ট্র্যাজেডি এবং সমাজে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতার প্রতিফলন হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

গণপরিবহণ চালকদের কর্মঘন্টা নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছে বিআরটিএ

সড়ক দুর্ঘটনা ও হতাহতের ঘটনা কমাতে গণপরিবহণ চালকদের কর্মঘণ্টা নিয়ে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ। শনিবার সংস্থাটির সদর কার্যালয় থেকে জারি করা এক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিদ্যমান মোটরযান আইন ও বিধি অনুযায়ী, কোনো চালক একটানা পাঁচ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালাতে পারবেন না। এরপর অন্তত ৩০ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আরও সর্বোচ্চ তিন ঘণ্টা যানবাহন চালানো যাবে। অর্থাৎ একজন চালক দিনে সর্বোচ্চ আট ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। বিআরটিএ জানায়, নির্ধারিত সময়ের বেশি গাড়ি চালালে সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই মোটরযান মালিক ও চালকদের আইন অনুযায়ী নির্ধারিত কর্মঘণ্টা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। নির্দেশনা অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংস্থাটি। এ ছাড়া, যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজন হলে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা

বন্ধ কারখানা সচল, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো ও চলতি মূলধন ঋণ সুবিধা দিতে ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিজস্ব তহবিল থেকে বিতরণ করবে ৪১ হাজার কোটি টাকা। ১৯ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন করবে। উভয় ক্ষেত্রে সরকার ৬ শতাংশ সুদ ভর্তুকি দেবে। আজ শনিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলন করে এই প্যাকেজ ঘোষণা করেন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে ২৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান করা আমাদের লক্ষ্য। গভর্নর বলেন, ব্যাংক খাত নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ব্যাংক খাত থেকে ৫ লাখ কোটি চুরি হয়ে গেছে। ভদ্রভাবে এটাকে খেলাপি বলা হয়, আসলে এটা খেলাপি না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ঋণের বিপরীতে জামানত, প্রোপার ডকুমেন্ট নেই। চুরির এসব টাকা পাচার হয়ে গেছে। এসব অর্থ ফেরত আনা অনেক সময় সাপেক্ষ। যদিও অর্থ ফেরত আনতে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। গভর্নর আরও বলেন, উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়ানো, জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ানো, রপ্তানি বাড়ানো আমাদের লক্ষ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি ফেরানো আমাদের লক্ষ্য।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

মানবিক রেডিও মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, "একটি নিরাপদ মানবিক রাষ্ট্র এবং সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদেরকে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে।" তিনি বলেন, "আমাদের জাতীয় জীবনে পুনরায় বাংলাদেশের আবহমানকালের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ঘটানো জরুরি। এক্ষেত্রেও কবি নজরুলের জীবন ও কর্ম আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক।" আজ শনিবার বিকেলে ময়মনসিংহের ত্রিশালে 'তবু আমারে দেব না ভুলিতে' শীর্ষক নজরুল মঞ্চে আয়োজিত বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন শেষে তিনি এসব কথা বলেন। কবি নজরুল জন্মজয়ন্তীর তিনদিনব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বাংলাদেশ ও কাজী নজরুল ইসলাম এক অবিভাজ্য সত্তা। তিনি আমাদের জাতীয় সত্তার সার্থক প্রতিনিধি, আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক। আমাদের জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ। জাতীয় কবির জন্মদিনে আমরা অন্যায়, অবিচার, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বিভেদের গ্লানি মুছে ফেলি। সবার আগে বাংলাদেশ'কে ধারণ করি। একটি সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য নিজেদের নিবেদিত করার প্রত্যয়ে আমি কবি নজরুল জন্মজয়ন্তীর তিনদিনব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।" ১৯৭৬ সালে কবির নামাজে জানাজা এবং ১৯৭৯ সালে কবির জন্মজয়ন্তীতে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এ প্রজন্মের অনেকেই হয়ত জানেন না, ১৯৭৬ সালে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতীয় কবির নামাজে জানাজার পর কবির লাশবাহী খাটিয়া যারা কাঁধে বহন করেছিলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।" তিনি বলেন, "১৯৭৯ সালের ২৫ মে জাতীয় কবির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ঢাকার ফার্মগেট থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির মাজার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত একটি র‍্যালিতে অংশ নিয়েছিলেন শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।" সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ত্রিশালে 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, "জাতীয় কবির প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, কাউকে সম্মান জানালে নিজের সম্মান নষ্ট হয় না বরং বিনয় মানুষকে মহিমান্বিত করে। আমি মনে করি, এইসব কালজয়ী আদর্শ থেকে দূরে চলে যাওয়ার কারণেই বর্তমানে আমাদের সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় দৃশ্যমান।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অবিস্মরণীয় নাম কাজী নজরুল ইসলাম। পরাধীন, পর্যুদস্ত, পরাভূত জাতির ভাগ্যাকাশে তাঁর আবির্ভাব ছিল আলোকবর্তিকার মতো। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, সংগ্রাম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য তাঁর রচনার মধ্যে মহিমাময় সৌন্দর্য নিয়ে বাক্সময় হয়েছে।" (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সীমান্তে ‘স্মার্ট বর্ডার’ প্রকল্প চালুর ঘোষণা

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কাটাতার দেওয়ার আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই এবার ‘স্মার্ট বর্ডার’ প্রকল্পের কথা জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ‘স্মার্ট বর্ডার’ প্রকল্প চালুর ঘোষণা দিয়েছে ভারত সরকার। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, “আগামী এক বছরের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে সীমান্ত নিরাপত্তার একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।” অমিত শাহ জানান, ড্রোন, রাডার, স্মার্ট ক্যামেরা ও উন্নত নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার সীমান্তকে আরও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। তিনি বলেন, “ভারত সরকার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের সীমান্তকে স্মার্ট বর্ডারে রূপান্তরের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে। আগামী এক বছরের মধ্যে সব ধরনের প্রযুক্তি একত্র করে দুর্ভেদ্য সীমান্ত নিরাপত্তা গড়ে তোলার কাজ চলছে।” তিনি আরও বলেন, “খুব শিগ্গিরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ড্রোন, রাডার, আধুনিক ক্যামেরা ও অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন স্মার্ট বর্ডার প্রকল্প চালু করবে। এটি বাস্তবায়িত হলে বিএসএফের কাজ আরও সহজ ও শক্তিশালী হবে।” প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজার সদস্যের বিএসএফ বাহিনী ভারতের পশ্চিমে পাকিস্তান ও পূর্বে বাংলাদেশের সীমান্ত পাহারা দেয়। ১৯৬৫ সালে বাহিনীটি গঠন করা হয়। অমিত শাহ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্তকে ভারতের নিরাপত্তার জন্য ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ ও ‘উদ্বেগের কারণ’ বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, প্রচলিত পদ্ধতিতে এসব সীমান্ত রক্ষা করা সম্ভব নয়। তার ভাষায়, এসব সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালান, ড্রোনের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহ, গবাদিপশু পাচার, জাল ভারতীয় মুদ্রা এবং সংঘবদ্ধ অপরাধের মতো হুমকি রয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

অর্থমন্ত্রীকে সভাপতি করে ‘পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি’ গঠন

দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও মান নিয়ন্ত্রণে গতি আনতে অর্থমন্ত্রীকে সভাপতি করে উচ্চপর্যায়ের ‘পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি’ গঠন করেছে সরকার। আজ শনিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জারিকৃত এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগে, গত ২১ মে এ প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ১৭ সদস্যের এই কমিটিতে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা এবং শীর্ষ কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন অর্থমন্ত্রী।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

পাওনা টাকা চাওয়ায় ময়মনসিংহে ব্যবাসায়ীকে গলা টিপে হত্যা

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে এক ব্যবসায়ীকে মারধরের পর গলাটিপে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার বিকেলে মুক্তাগাছা ও মধুপুরের সীমান্তবর্তী রসুলপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যবসায়ীর নাম শফিকুল ইসলাম শফু (৩৫)। তিনি পার্শ্ববর্তী চানপুর গ্রামের মৃত হাসুন আলীর ছেলে এবং পেশায় কলা ব্যবসায়ী ছিলেন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রসুলপুর বাজারের মুদি দোকানি আল আমীনের কাছে নিহত শফিকুল ইসলাম শফু ৩ হাজার টাকা পাওনা ছিল। শনিবার বিকেলে ওই টাকা চাইতে গেলে তাদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বিষয়টি হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এ সময় আল আমীন দোকানের শাটারের সঙ্গে শফিকুল ইসলামকে ধাক্কা দিয়ে দুই হাতে গলা চেপে ধরেন। এতে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মুক্তাগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বকুল মুন্সি নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

BBC

AT LEAST 90 KILLED IN CHINESE COAL MINE EXPLOSION, STATE MEDIA REPORTS

At least 90 people have been killed in a coal mine blast in northern China, according to state media. The gas explosion at the Liushenyu Coal Mine in Shanxi province is the worst mining disaster in China since 2009. There were 247 workers reportedly on duty when the blast happened at 19:29 local time on Friday, with more than 100 people reportedly pulled to safety and hundreds of rescuers sent to the site. Chinese President Xi Jinping called for no effort to be spared in efforts to treat the injured and search for survivors, and asked the government to investigate the cause of the blast and hold those responsible account.
(BBC News Web Page: 23/05/26, FARUK)

SPACE-X LAUNCHES MASSIVE STARSHIP V3 ROCKET ON TEST FLIGHT

Elon Musk's SpaceX has launched the largest and most powerful rocket in history after its highly anticipated test flight was delayed. The unscrewed Starship V3 rocket blasted off from Texas just after 17:30 on Friday, days after SpaceX revealed plans for a record-breaking

stock market debut. Once in space, Starship deployed 20 dummy satellites before making re-entry and about an hour after launch it splashed down in the Indian Ocean, where it exploded as planned. "Congratulations @SpaceX team on an epic first Starship V3 launch & landing" Musk wrote on X. "You scored a goal for humanity." The first attempted launch on Thursday was postponed due to a launch-tower malfunction.
(BBC News Web Page: 23/05/26, FARUK)

SENEGAL'S PRESIDENT SACKS PRIME MINISTER SONKO AFTER MONTHS OF TENSIONS

Senegalese President Bassirou Diomaye Faye has sacked Prime Minister Ousmane Sonko and dissolved the nation's government after months of tensions between the two men. A shock decree, read out on TV by a presidential aide, said Faye had "ended the duties" of his one-time political ally Sonko and "consequently those of the ministers and secretaries of state who are members of the government". Sonko, a popular figure among Senegal's youth, said on social media that he would "sleep with a light heart". The split comes as the country faces mounting economic pressure, with its public debt having reached the equivalent of 132% of its GDP, according to the International Monetary Fund (IMF). Sonko's dismissal followed a parliamentary session on Tuesday, during which the prime minister openly criticized Faye for his approach to the debt crisis. Faye was in the unusual situation of owing his position, in large part, to his prime minister's popularity.
(BBC News Web Page: 23/05/26, FARUK)

TULSI GABBARD TO RESIGN AS US NATIONAL INTELLIGENCE DIRECTOR

Tulsi Gabbard will resign from her position as the US director of national intelligence in the Trump administration, citing her husband's recent bone cancer diagnosis. "His strength and love have sustained me through every challenge," she wrote in her resignation letter on Friday. "I cannot in good conscience ask him to face this fight alone while I continue in this demanding and time-consuming position." US President Donald Trump wrote in a social media post that Gabbard had "done an incredible job, and we will miss her". Her resignation is effective as of 30 June. Aaron Lukas, the principal deputy director, will step in as acting director, Trump said. Gabbard, a loyal supporter of Trump during his 2024 presidential campaign, was confirmed as one of the most powerful figures in US intelligence-gathering weeks after he returned to the White House in 2025.
(BBC News Web Page: 23/05/26, FARUK)

RUBIO MEETS MODI DURING INDIA VISIT WITH ENERGY HIGH ON AGENDA

US Secretary of State Marco Rubio has held talks with Indian Prime Minister Narendra Modi in Delhi as part of a four-day visit to the country. Rubio arrived in the eastern city of Kolkata on Saturday morning before travelling to the capital. He is also due to visit Jaipur and Agra. He extended an invitation to visit the White House to Modi during their meeting, US officials said. The Indian premier, meanwhile, said the pair had discussed "issues released to regional and global peace and security". The visit comes as the two nations seek to reshape their economic relationship, and amid a global energy crisis triggered by the Iran war that has acutely affected India. Energy shipments through the Strait of Hormuz - a narrow waterway that has become a flashpoint since Israel and the US attacked Iran - have virtually ground to a halt. (BBC News Web Page: 23/05/26, FARUK)

GAZA FLOTILLA ACTIVISTS ALLEGE ABUSE BY ISRAELI FORCES WHILE DETAINED

Pro-Palestinian activists deported after their Gaza-bound aid flotilla was intercepted in international waters by Israeli forces have alleged they were subjected to abuse while held in detention. Canada said it had received information detailing "appalling abuse" of its citizens, while Germany and Spain confirmed that a number of their citizens had injuries. The flotilla's organizers alleged there were "at least 15 cases of sexual assaults" while other people who were detained said they were beaten and mistreated. The Israeli military similarly rejected the allegations, telling the BBC that its orders "require respectful and appropriate treatment of flotilla participants". More than 50 boats in the Global Sumud Flotilla (GSF) set sail from Turkey last week, planning to breach Israel's maritime blockade of Gaza and deliver food and medical aid. (BBC News Web Page: 23/05/26, FARUK)

ONE DEAD AND DOZENS OF FIREFIGHTERS INJURED IN STATEN ISLAND SHIPYARD EXPLOSION

One person has died and more than 30 people have been injured after an explosion on a large at a Staten Island shipyard in New York City. At least 34 people were hurt in the incident on Friday, including firefighters and first responders, officials said. The person who died was a civilian, the New York City Fire Department said. The incident began with a report of workers trapped and a fire at around 15:30 local time. An explosion erupted roughly 50 minutes later, prompting additional emergency responders to deploy to the scene.
(BBC News Web Page: 23/05/26, FARUK)

UGANDA CONFIRMS THREE NEW EBOLA CASES, BRINGING TOTAL TO FIVE

Uganda has confirmed three new cases of Ebola, bringing the total number of infections in the country in this outbreak to five, as authorities stepped up contact tracing to try to contain the spread. The update from Uganda's Ministry of Health on Saturday came a day after World Health Organization Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus announced the risk assessment for the Bundibugyo strain of Ebola was being revised to "very high at the national level, high at the regional level, and low at global level". Nearly 750 suspected cases and 177 suspected deaths have been recorded in Uganda's neighbouring country, Democratic Republic of the Congo (DRC), the centre of the outbreak.
(BBC News Web Page: 23/05/26, FARUK)

ZELENSKY SAYS 'TIME IS RIGHT' FOR UKRAINE TO START PROCESS OF JOINING EU

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has told European Union leaders that now is the time to begin the process of Ukraine's accession to the bloc, describing a proposal for associate membership as "unfair". Zelensky said in a letter to EU leaders on Friday that associate membership would leave Ukraine "voiceless" because it would not have voting rights, which would prevent Kyiv from advancing its interests, the Reuters news agency reported. Zelensky's push for EU membership comes as both Kyiv and Moscow seek to advance their interests on the battlefield. (BBC News Web Page: 23/05/26, FARUK)

:: THE END ::